জাতীয় পাঠ্য পুস্তকাবলী।

কবিগাথা।

শ্রীদ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

ত্রয়োদশ সংস্করণ।

METCALFE PRESS : CALCUTTA.

1895.

CALCUTTA :

PRINTED BY SASI BHUSHAN BHATTACHARYYA,

1 GOUR MOHAN MUKERJI'S STREET

PUBLISHED BY THE SANSKRIT PRESS DEPOSITORY,

20, CORNWALLIS STREET.

1895.

সূচীপত্র

ভূমিকা।

কবিগাথা প্রকাশিত হইল। এই সংগ্রহে যে সকল কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে, একটী ব্যতীত, তাহার আর সমুদায় গুলিই আধুনিক কবিদিগের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। এইরূপ সংগ্রহের এই প্রথম প্রচার নহে। এই প্রণালীর আরও কয়েক খানি গ্রন্থ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আমি কেন এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, এস্থলে তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক। সুকুমারমতি বালকবালিকাদিগের পাঠের নিমিত্ত গ্রন্থ সংগ্রহকরিতে হইলে যেরূপ সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক, আক্ষেপের বিষয় এই যে, সংগ্রহকার-দিগের অনেকেই তৎপক্ষে বিশিষ্টরূপ দৃষ্টি রাখেন নাই। কেহ কেহ এতদূর অসাবধান যে, স্থানে স্থানে একান্ত অশ্লীল ও অপাঠ্য বিষয় পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিয়াছেন। যে যে সংগ্রহকার এই দোষ হইতে মুক্ত, তাঁহারাও অনেক স্থলে বালকবালিকাদিগের মানসিক অবস্থার প্রতি উচিত পরিমাণ দৃষ্টি রাখিতে বিস্মৃত হইয়াছেন। অধিকন্তু কোন কোন গ্রন্থ যে সময়ে সঙ্কলিত হইয়াছে তৎপরে প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। বালকবালিকারা যে সকল উৎকৃষ্ট কবিতা পাঠ করিলে প্রকৃত পক্ষে শিক্ষানুরত, স্বদেশবৎসল, কর্ত্তব্যপরায়ণ, সৎসাহসী ও সত্যনিষ্ঠ হইতে পারে, তাহাদিগের নিকট এরূপ ভাবের কবিতাই অধিক পরিমাণে উপস্থিত করা আবশ্যক। প্রচলিত যাবতীয় গ্রন্থ অপেক্ষা বর্ত্তমান সংগ্রহে এ বিষয়ে যে অধিকতর দৃষ্টি রাখা হইয়াছে, আশা করি, তাহা পাঠকবর্গের অবিদিত থাকিবে না। স্বদেশানুরাগ উদ্দীপক যে কয়েকটী কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহা সঙ্কলন করিবার সময়ে আমি একটী বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছি. প্রচলিত শাসনতন্ত্রের প্রতি বিরাগ প্রদর্শনকে কেহ কেহ স্বদেশানুরাগিতার লক্ষণ বলিয়া মনে করেন। এই ভ্রমসংস্কার যে অনেক প্রকার অমঙ্গলের হেতু হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। অনেকে আমাদিগের রাজভক্তি দেখিয়া মনে করিতে পারেন, পরাধীনতাই আমাদিগের পূজ্য, বস্তুতঃ তাহা নহে। জাতীয় স্বার্থ আমাদিগের রাজ-ভক্তির মূল– বর্ত্তমান সময়ে এতদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর শাসনতন্ত্র আমরা আশা করিতে পারি না বলিয়া আমরা প্রচলিত শাসনতন্ত্রে সন্তুষ্ট। অধিকন্তু ইংরেজ রাজত্বে যে সকল দোষ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা তাহার প্রকৃতি গত নহে; প্রচলিত শাসনতন্ত্রের প্রতি আস্থা প্রদর্শন করিয়া বৈধ উপায়ে চেষ্টা করিলে ক্রমে তাহা সংশোধিত হইতে পারে। যে সকল অভ্যাস-দোষনিবন্ধন আমরা এতদূর হেয় ও অকর্ম্মণ্য হইয়া রহিয়াছি,, সর্ব্বাগ্রে

আমাদিগের তাহা সংশোধন করা আবশ্যক; আত্মশুদ্ধিভিন্ন জাতীয় উন্নতির পথে আমাদিগের অভ্যুত্থানের প্রত্যাশা নাই। অতএব যে সকল ভাব কষ্টকল্পনা ও রাজভক্তির প্রতিকূল বলিয়া গণ্য হইতে পারে, আমি যত্নপূর্ব্বক তাহা পরিত্যাগ করিয়াছি। যে সকল ভাব হৃদয়ে নিহিত ও উদ্দীপিত হইলে প্রকৃত পক্ষে আমাদিগের জাতীয় অভ্যুদয়ের সম্ভাবনা, কেবলমাত্র তাহাই সমাবেশিত হইয়াছে।

যে যে স্থলে লেখক বা লিখিত কবিতার সূচনা সম্বন্ধে কোন কথা বলিলে অভিব্যক্ত বিষয় পরিস্ফুট হইতে পারে, তথায় এক একটী পূর্ব্বাভাষ প্রদত্ত হইয়াছে।

যে সকল কবি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে তাঁহাদিগের গ্রন্থ হইতে কবিতা উদ্ধরণের অনুমতি প্রদান করিয়াছেন, আমি তাঁহাদিগের নিকট বিশেষরূপে কৃতজ্ঞ রহিলাম। পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, আমার মাননীয় আত্মীয় সুবিখ্যাত কেম্ব্রিজ র‍্যাঙলার শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু মহাশয় গ্রন্থসঙ্কলন পক্ষে আমাকে উপদেশ, পরামর্শ ও উৎসাহ প্রদর্শন করিয়া অতিশয় উপকৃত করিয়াছেন।

আশ্বিন, ১২৮৪। শ্রীদ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

নবম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

এবার পূর্ব্বপ্রদত্ত কোন কোন কবিতা পরিত্যাগ করিয়া তাহার স্থানে আর কয়েকটী কবিতা নূতন সন্নিবেশিত হইয়াছে। সুতরাং পূর্ব্ববর্ত্তী-সংস্করণসমূহ হইতে বর্ত্তমান সংস্করণের বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হইবে। আশা করি এই পরিবর্ত্তনে গ্রন্থের আদরের লাঘব না হইয়া বৃদ্ধি হইবে।

কলিকাতা ১লা চৈত্র ১২৯৫। শ্রীদ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

একাদশ সংস্করণ।

পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন কমিটীর অভিপ্রায় অনুসারে বর্ত্তমান সংস্করণে কতক পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে।

২৩এ শ্রাবণ ১৩০১। শ্রীদ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

কাব্য ও রস।

রসাত্মক বাক্যের নাম কাব্য, অর্থাৎ যে রচনায় উৎসাহ, শোক, ক্রোধ, অনুরাগ, বিস্ময়, ভয়, ঘৃণা, হাস্য ও পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞান ইহার কোন এক বা অধিক ভাব উৎপাদন করিবার স্থায়ী শক্তি বিদ্যমান থাকে, তাহাকে কাব্য বলা যায়।

ইহার এক একটী শক্তিকে কাব্যের রস বলে। রসই কাব্যের প্রাণ। রসের স্থায়ী ভাব না থাকিলে কোন রচনাকে কাব্য বলা যাইতে পারে না। পুত্রশোকাতুরা জননী ক্রন্দন করিতে করিতে অসম্বদ্ধ অর্থহীন অনেক কথা বলিয়া থাকেন, তাহা শুনিয়াও হৃদয়বান্ ব্যক্তির শোক উদ্রেক হয়; কিন্তু সেই সকল কথা লিপিবদ্ধ করিলেই কাব্য হয় না। কেননা এই অর্থহীন কাব্যেও লোকের যে শোক উৎপত্তি হয় তাহা উক্ত বাক্যের ধর্ম্মে নহে; জননীর তাৎকালিক অবস্থার ধর্ম্মে। এ স্থলে শোক উক্ত বাক্যের স্থায়ী ভাব নহে; এজন্য উহা কাব্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

রস নয় প্রকার; যথা বীর, করুণ, আদি, অদ্ভুত, রৌদ্র, ভয়ানক, হাস্য, বীভৎস ও শান্ত। দয়া, দান, ধর্ম্ম ও সংগ্রামে উৎসাহের স্থায়ী ভাব বীররস। শোকের স্থায়ী ভাব করুণরস। আর বিস্ময়ের স্থায়ী ভাব অদ্ভুতরস। ক্রোধের স্থায়ী ভাব রৌদ্র রস। ভয়ের স্থায়ী ভাব ভয়ানকরস। হাস্যের স্থায়ী ভাব হাস্যরস। ঘৃণার স্থায়ী ভাব বীভৎসরস। মনের সমতঃ সাধন ও পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞান উৎপাদনের স্থায়ী ভাব শান্তরস।

কেহ কেহ বাৎসল্যকে একটী স্বতন্ত্র রস বলিয়া থাকেন ; কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে যে, বাৎসল্য অনুরাগের প্রকার ভেদ মাত্র, সুতরাং উহাও আদিরসের এক অঙ্গ। কেবল নায়ক নায়িকার অনুরাগ আদিরস মনে করা অসঙ্গত। শিশুর মনে সর্ব্বাগ্রে অনুরাগের উৎপত্তি হয়, এইহেতু আলঙ্কারিকেরা এই রসকে সম্ভবতঃ আদিরস নামে অভিহিত করিয়া থাকিবেন।

দানববালা প্রমীলা লঙ্কা-প্রবেশ উদ্যোগকালে সখীবৃন্দকে সম্ভাষণ করিয়া যে কথাগুলি কহিয়াছেন (কবিগাথা ৬৪ পৃষ্ঠা) অথবা দূতী নৃ-মুণ্ডমালিনী রণ প্রার্থনা করিয়া রঘুনাথের নিকট যাহা জ্ঞাপন করেন (কবিগাথা ৬৮ পৃষ্ঠা) তাহা সংগ্রাম উৎ-সাহের পরিচায়ক বীররস।

ধর্ম্মোৎসাহ জনিত বীররসের দৃষ্টান্ত যথাঃ—

“ যা হবার তাই হবে, যায় প্রাণ যাবে
দীননাথ, তব ইচ্ছা পূর্ণ হউক এ জীবনে।
নিত্য সত্য ব্রত করিব পালন,
মন্ত্রের সাধন কি শরীর পাতন।

ব্রহ্ম সঙ্গীত।

পবননন্দন হনুমানকে সম্বোধন করিয়া প্রমীলার দূতী নৃ-মুণ্ডমালিনী যে কথাগুলি বলিয়াছেন, (কবিগাথা ৬৬ পৃষ্ঠা) তাহা রৌদ্ররসের উদাহরণ। অনেকের মনে এইরূপ সংশয় উপস্থিত হইতে পারে যে, বীর ও রৌদ্ররসে কোন প্রভেদ নাই। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। রৌদ্ররসে উৎসাহ অপেক্ষা উগ্রতা এবং আত্মসক্ষমতা অপেক্ষা প্রতিপক্ষের প্রতি অবজ্ঞা

অধিক মাত্রায় প্রদর্শিত হইয়া থাকে। বীররসে উগ্রতার ভাব কম থাকে, উৎসাহ ও আত্মসক্ষমতার ভাব অধিক পরিলক্ষিত হয়।

পিতৃহীনযুবক-শীর্ষক কবিতায় (কবিগাথা প্রথম পৃষ্ঠা) করুণরস প্রধান।

নিম্নলিখিত কবিতায় আদিরসের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়:—

"ক্ষমা কর মোরে, সখি, সুধাযোনা আর,
মরমে লুকানো থাক্ মরমের ভার।
যে গোপন কথা সখি, সতত লুকায়ে রাখি,
ইষ্টদেব মন্ত্র সম পূজি অনিবার,
তাহা মানুষের কাণে, ঢালিতে যে লাগে প্রাণে,
লুকানো থাক্ তা সখি হৃদয়ে আমার,
ভালবাসি, সুধায়োনা কারে ভাল বাসি,
সে নাম কেমনে, সখি, কহিব প্রকাশি।
আমি তুচ্ছ হতে তুচ্ছ, সে নাম যে অতি উচ্চ,
সে নাম যে নহে যোগ্য এই রসনার!"

রবিচ্ছায়া।

অদ্ভুত রসের উদাহরণ 'গভীর নিশীথে' নামক কবিতায় (কবিগাথা ৩৯ পৃষ্ঠা) দেখ।

ভয়ানক রসের উদাহরণ, কবিগাথা ৬৫ পৃষ্ঠায় (১৬ পঙ্ক্তি) দেখ।

হাস্য রসের উদাহরণ, যথা:—

"দ্রৌপদী কাঁদিয়া বলে বাছা হনুমান,
কহ কহ কৃষ্ণকথা অমৃত সমান।
পরীক্ষিৎ কীচকেরে করিয়া সংহার,
সিংহাসন অধিকার করিল লঙ্কার,
জানকীর কথা শুনে হাসে দুর্য্যোধন।
সপ্তাহ মধ্যেতে হবে তক্ষক দংশন॥"

কুলীনকুলসর্ব্বস্ব নাটক।

বীভৎসরসের দৃষ্টান্ত যথা :—

"রাম! রাম! এ বড় কুস্থান।
পোড়া হাড় ছড়াছড়ি মড়া নিয়ে কাড়াকাড়ি,
করিতেছে শৃগালের বিতান।
তথায় পেতিনী দানা, খাইছে সখের খানা,
এক খানা পচা ঠ্যাং নিয়া।
পোকা তাহে মুড়িপ্রায়, বিজ বিজ করে তায়,
আগে তায় খাইছে বাছিয়া।"

কাব্যনির্ণয়।

শান্তরসের উদাহরণ ব্রহ্মসঙ্গীতে যথেষ্ট আছে, নিম্নে একটী উদ্ধৃত করা গেল :—

"ক্ষণ মিহ চিন্তা কর, সৎস্বরূপ নিরঞ্জন,
ত্যজ মন দেহ গর্ব্ব, খর্ব্ব হবে রিপুগণ।
সম্মুখে বিষয়জাল, পশ্চাতে নিষাদ কাল,
গেল কাল, অন্তকাল ভাবরে এখন"।

কাব্য প্রধানতঃ দুই প্রকার। যে কাব্য কেবল পাঠ বা শ্রবণ করা যায়, তাহাকে শ্রব্যকাব্য কহে। দৃশ্যকাব্য কেবল

পাঠ ও শ্রবণ করা যায়, এমত নহে ; রঙ্গভূমিতে উহার অভিনয়ও হইয়া থাকে। দৃশ্যকাব্য নাটক নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দৃশ্য ও শ্রব্য উভয় কাব্যই রসভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামে আখ্যাত হয়। যথা প্রহসন ও বিয়োগান্ত কাব্য। অন্যান্য রস অপেক্ষা যে কাব্যে হাস্যরসের প্রাচুর্য্য থাকে, তাহাকে প্রহসন বলে। যথা—ভারত-উদ্ধার। যে কাব্য করুণ-রস-প্রধান এবং বিচ্ছেদে যাহার পরিসমাপ্তি হয়, তাহাকে বিয়োগান্ত কাব্য কহে। যথা—বিষবৃক্ষ ও সীতার বনবাস। শ্রব্য কাব্য আবার লক্ষ্যভেদে মহা-কাব্য, কোষ কাব্য, ও গীতিকাব্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যে কাব্য কোন সম্মানিত রাজবংশ, মহাশক্তিশালী ব্যক্তি বা কোন প্রধান ঘটনা অবলম্বন করিয়া লিখিত হয়, এবং যাহা বহু সর্গে বিভক্ত হইয়া থাকে তাহাকে মহাকাব্য বলে। যথা—মেঘনাদ বধ। সর্গ সংখ্যা আটের ন্যূন হইলে, সংস্কৃত ভাষায় তাহা মহাকাব্য বলিয়া পরিগণিত হয় না। এক বিষয় উপলক্ষে পরস্পর অসম্বদ্ধ কবিতা যে কাব্যে থাকে, তাহাকে কোষকাব্য বলে ; সদ্ভাবশতক কোষকাব্য, কেন না উহার সমস্ত কবিতা পরমার্থ তত্ত্ববিষয়ক। যে কবিতা তান লয় সহকারে গান করা যায়, তাহা গীতিকাব্য। যথা—ব্রহ্মসঙ্গীত।

দৃশ্য ও শ্রব্য উভয় কাব্যই গদ্যে পদ্যে অথবা উভয়ের সংমিশ্রণে রচিত হইয়া থাকে। ছন্দোময় রচনাকে পদ্য এবং ছন্দোবিবর্জ্জিত রচনাকে গদ্য বলে।

ছন্দঃ।

পরিমিত বর্ণ-নিবদ্ধ হৃদয়ের প্রীতিকর পদনিচয়কে ছন্দঃ কহে। ছন্দঃ প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত; মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর। যে কবিতার চারি চরণের কোন দুই চরণের শেষ শব্দে পরস্পর সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, তাহাকে মিত্রাক্ষর ছন্দঃ বলে। যে কবিতায় এই সমতা থাকে না, তাহাকে অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ বলে। পূর্ব্বে বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ প্রচলিত ছিল না। ৺ মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইহার সৃষ্টি করেন।

মিত্রাক্ষর ছন্দঃ পয়ার, একাবলী, ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি নানা ভাগে বিভক্ত।

পয়ারের প্রত্যেক চরণে চৌদ্দটী বর্ণ থাকে, (প্রবাসীর জন্মভূমি দর্শন, কবিগাথা ১৪ পৃষ্ঠা)।

একাবলী ছন্দের প্রত্যেক চরণে এগারটী অক্ষর থাকে। যথা :—

> "পঞ্চ মুখে গেয়ে পঞ্চম তালে,
> নাচয়ে শঙ্কর বাজায়ে গালে।"

ত্রিপদী।

ত্রিপদী ছন্দে দুইটী চরণ, এবং তাহার এক একটী চরণে তিনটী পদ থাকে। প্রথম চরণের প্রথম ও দ্বিতীয় পদের এবং সেইরূপ দ্বিতীয় চরণের প্রথম ও দ্বিতীয় পদের শেষ শব্দে পরস্পর মিল থাকে। আবার প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের তৃতীয় পদের শেষ শব্দে পরস্পর মিল থাকে। এক এক চরণের প্রথম ও দ্বিতীয় পদ আট অক্ষরে ও তৃতীয় পদ দশ অক্ষরে সমাপ্ত

হইলে তাহাকে দীর্ঘ ত্রিপদী এবং যথাক্রমে ছয় ও আট অক্ষরে সমাপ্ত হইলে তাহাকে লঘু-ত্রিপদী কহে।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

"হিমাদ্রির মহাচূড়া, যদ্যপিও হয় গুঁড়া,
কক্ষভ্রষ্ট হয় রবিশশী ;
সিন্ধু যদি শুষ্ক হয়, তথাপিও এ নিশ্চয়,
ক্ষত্র সুত না ত্যজিবে অসি।"

লঘু-ত্রিপদী।

"যে জন দিবসে, মনের হরষে,
জ্বালায় মোমের বাতি ;
আশু গৃহে তার, দেখিবে না আর,
নিশিতে প্রদীপ ভাতি।"

চৌপদী।

চৌপদীও দ্বিচরণ বিশিষ্ট ; তাহার প্রত্যেক চরণে চারিটী পদ থাকে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদের শেষ শব্দে পরস্পর মিল থাকে। প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের শেষ পদের শেষ শব্দও মিত্রবর্ণ বিশিষ্ট। অক্ষর-সংখ্যা ভেদে চৌপদী দীর্ঘ ও লঘু এই দুই স্বতন্ত্র নামে গণ্য হইয়া থাকে। যে চৌপদীর প্রত্যেক চরণের তিন পদে সাধারণতঃ আট অক্ষর এবং শেষ পদে ছয় কিংবা সাত অক্ষর থাকে, তাহাকে দীর্ঘ চৌপদী কহে। যথা :—

"মিছা দারাসুত লয়ে, মিছা সুখে সুখী হয়ে,
যে রহে আপনা কয়ে, সে মজে বিষাদে ;
সত্য ইচ্ছা ঈশ্বরের, আর সব মিছা ফের,
ভারত পেয়েছে টের, গুরুর প্রসাদে।"

লঘু-চৌপদীর প্রত্যেক চরণের প্রথম তিন পদে ছয় অক্ষর এবং শেষ পদে সাধারণতঃ পাঁচ অক্ষর থাকে, যথা :—

"চির সুখী জন, ভ্রমে কি কখন,
ব্যথিত বেদন, বুঝিতে পারে ?
কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে,
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে !"

অনেকে ললিত ছন্দের লক্ষণ স্বতন্ত্ররূপে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে উহার স্বতন্ত্র উল্লেখের প্রয়োজন বোধ হইবে না। উহাকে মিশ্র ছন্দের অন্তর্ভূত করাই সঙ্গত। অধুনা বাঙ্গালা ভাষায় নানাবিধ ছন্দের সংমিশ্রণে অনেক প্রকার নূতন ছন্দঃ বিরচিত হইতেছে ; যে সকল ছন্দঃ কোন নির্দ্দিষ্ট রীতি অনুসারে বিরচিত হয় না, তাহাদিগকে মিশ্র ছন্দঃ রূপেই উল্লেখ করা উচিত। ললিত ছন্দঃ চৌপদীরই রীতি ব্যতিক্রম করিয়া রচিত হইয়া থাকে। চৌপদীর সহিত কেবল এই মাত্র প্রভেদ যে, চৌপদীর ন্যায় উহার প্রথম তিন পদের শেষ শব্দ মিত্রবর্ণ বিশিষ্ট না হইয়া প্রথম দুই পদের শেষে মিল থাকে। কিন্তু এখন চৌপদীর ন্যায় এমন অনেক ছন্দঃ রচিত হইতেছে, যাহার প্রত্যেক বর্ণের এক পদের সহিত অন্য পদের মিল থাকে না, কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের শেষ পদের মিল থাকে। যথা :—

পূরব সৌভাগ্য রবি, হায় ! পশ্চিম আকাশে,
যে দিন পড়েছে ঢলে, ডুবেছে সে দিন হতে,
অভাগী ভারতনারী, ঘোর অজ্ঞান-তামসে।"

এতদ্ব্যতীত দীর্ঘ ও লঘু চৌপদী অথবা ললিত ছন্দের একত্র সংমিশ্রণে অনেক কবিতা রচিত হইতেছে। এই সকল ছন্দের সহিত অন্য ছন্দঃ মিশ্রিত করিয়াও কবিতা লিখিবার রীতি প্রচলিত হইয়াছে, সুতরাং এই সমস্ত ছন্দকেই মিশ্র ছন্দঃ বলা উচিত। ভঙ্গ-ত্রিপদী প্রভৃতিও মিশ্র ছন্দঃ; সায়ংচিন্তা, কাল, ভাল বাসা প্রভৃতি কবিতায় মিশ্র ছন্দের দৃষ্টান্ত যথেষ্ট আছে।

সংস্কৃতানুযায়ী ছন্দে বাঙ্গালা ভাষায় কবিতা রচনা করার রীতি ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতেছে; সুতরাং যে কতিপয় ছন্দে প্রাচীন বঙ্গীয় কবিরা কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাদিগের লক্ষণাদি এস্থলে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

গুণ ও অলঙ্কার।

রসের উৎকর্ষ বর্দ্ধক ধর্ম্মকে গুণ এবং কাব্যের শব্দ ও অর্থের বৈচিত্র্যসাধক ধর্ম্মকে অলঙ্কার বলে।

গুণ।

গুণ ত্রিবিধ।—মাধুর্য্য, ওজঃ ও প্রসাদ।

যে গুণ সহসা হৃদয় স্পর্শ করে, যাহাতে চিত্ত আর্দ্র হয় তাহাকে মাধুর্য্য গুণ বলে। পিতৃহীন যুবক, নিদ্রা, প্রভৃতি কবিতা মাধুর্য্যগুণ-ব্যঞ্জক।—আদি করুণ ও শান্ত রসে এই গুণ বিশেষ রূপে পরিস্ফুট হইয়া থাকে।

চিত্তের উদ্দীপ্তিসাধক ধর্ম্মকে ওজঃ গুণ বলে। বীর ও রৌদ্ররসে এই গুণের বিশেষ বিকাশ হইয়া থাকে। বীর ও রৌদ্ররসের দৃষ্টান্তস্বরূপ যে সকল কবিতার উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে ওজঃ গুণ বিদ্যমান আছে।

সহজে কাব্যের অর্থপ্রতীতি হইলে এবং তৎসঙ্গে অনুরক্তি জন্মিলে তাহাকে প্রসাদ গুণ কহে। যে কাব্যের অর্থ সহজে বোধ হয়; অথচ যাহাতে মনে কোন রূপ আনন্দ জন্মে না, সে কাব্য প্রসাদগুণবিশিষ্ট নহে। প্রসাদ গুণের দৃষ্টান্ত, যথা ঃ—

"শীতল বাতাস বয় জলের কল্লোল
রাঙ্গা রবি-ছবি লয়ে খেলায় হিল্লোল ;
ধীরে ধীরে পাতা কাঁপে পাখী করে গান,
লোহিতবরণ ভানু অস্তাচলে যান ;
বিচিত্র গগনময় কিরণের ঘটা,
হরিদ্রা, পাটল, নীল, লোহিতের ছটা।
হেরিয়া ভবের শোভা যুড়ায় নয়ন,
শীতল শরীর, সেবি মলয় পবন।

হেম বাবুর কবিতায় ওজঃ গুণ এবং নবীন বাবুর কবিতায় মাধুর্য্য গুণ অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

অলঙ্কার।

অলঙ্কার দুই প্রকার—শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার। যে স্থলে শব্দবৈচিত্র দৃষ্ট হয়, তথায় শব্দালঙ্কার, আর যে স্থলে অর্থের বৈচিত্র দেখা যায়, তথায় অর্থালঙ্কার হয়।

শব্দালঙ্কার।

শ্লেষ, অনুপ্রাস ও যমক এই তিনটী শব্দালঙ্কারের মধ্যে প্রধান।

শ্লেষালঙ্কার।

যে স্থলে কোন শব্দ একাধিক অর্থে প্রযুক্ত হয়, তথায় শ্লেষালঙ্কার হইয়া থাকে। যথা :—

"গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশজাত,
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যবংশ খ্যাত।
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণানাম,
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম।
অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ,
কোন গুণ নাই তাঁর কপালে আগুন।

উপরি উদ্ধৃত কবিতায়, মুখবংশ, বন্দ্যবংশ, পিতামহ, বাম, অতি বড় বৃদ্ধ, কোন গুণ নাই, সিদ্ধি, কপালে আগুন, এই কয়েকটী শব্দ দুই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।*

* একার্থে	অপরার্থে
মুখবংশ = মুখোপাধ্যায় কুল,	প্রজাপতি।
বন্দ্যবংশ = বন্দোপাধ্যায় বংশ,	পূজ্যবংশ।
পিতামহ = পিতার পিতা,	ব্রহ্মা।
বাম = প্রতিকূল	মহাদেব।
অতিবড় বৃদ্ধ = অত্যন্ত প্রাচীন,	সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ যিনি সর্ব্বাগ্রে জন্মিয়াছেন।
কোন গুণ নাই = সর্ব্বক্ষমতাহীন,	নির্গুণ অর্থাৎ সত্ত্ব রজঃ তমঃ বিবর্জ্জিত।
কপালে আগুন = তিরস্কারার্থে,	মহাদেবের কপালে বহ্নি

অনুপ্রাসালঙ্কার।

এক জাতীয় ব্যঞ্জনবর্ণের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হইলে, তাহাকে অনুপ্রাস বলা যায়। যথা :—

"জয় নন্দ-নন্দন ব্রহ্ম-বন্দন কংশ-দানব-ঘাতন,
জয় গোপ-পালন গোপীমোহন কুঞ্জ কানন-রঞ্জন।

যমকালঙ্কার।

ভিন্নার্থে এক শব্দের পুনরাবৃত্তিকে যমক কহে। আদ্য, মধ্য ও অন্ত্য এই তিন প্রকার যমক বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত আছে।

আদ্য যমক। যথা :—

"ভারত ভারতখ্যাত আপনার গুণে,
রাজেন্দ্র রাজেন্দ্রপ্রায় তাঁহার বর্ণনে।

মধ্য-যমক।

"পাইয়া চরণ তরি তরি ভবে আশা;
তরিবারে সিন্ধু ভব ভব সে ভরসা।"

অন্ত্য-যমক।

"চিনিতে না পার কিন্তু কর চিনি চিনি।
চিটাতে মজালে মন কোথা পাবে চিনি।"

অর্থালঙ্কার।

অর্থালঙ্কার অনেক প্রকার; তন্মধ্যে যে গুলি বাঙ্গালা ভাষায় সচরাচর প্রচলিত, এবং সুকুমারমতি বালক বালিকারা যাহা

হজে বুঝিতে পারিবে, কেবল এমন কতকগুলি অলঙ্কারের ক্ষণ দৃষ্টান্ত সহিত এঁস্থলে উল্লেখ করা গেল।

উপমা।

কোন একটী সাধারণধর্ম্মসমন্বিত ভিন্ন জাতীয় দুই বস্তুর সাদৃশ্য বর্ণনকে উপমা কহে। এই দুই বস্তুর একটীকে উপমান ও অপরটীকে উপমেয় বলে। যাহার সহিত তুলনা করা যায়, তাহা উপমান এবং উপমার বিষয়ীভূত বস্তু, উপমেয়। যথা :—

* * কিরীট ছটা কবরী উপরি,
হায় রে, শোভিল যথা কাদম্বিনীশিরে
ইন্দ্রচাপ। * *

এস্থলে ইন্দ্রচাপের সহিত কিরীটের ও কাদম্বিনীর সহিত কবরীর তুলনা করা হইয়াছে; সুতরাং এস্থলে ইন্দ্রচাপ ও কাদম্বিনী যথাক্রমে কিরীট ও কবরীর উপমান। অতএব করীট ও কবরী উপমেয়।

ইন্দ্রধনুর রশ্মি ও স্বর্ণ মুকুটের বর্ণের সাদৃশ্য আছে, সুতরাং ইন্দ্রচাপ ও কিরীটের এই সাদৃশ্য উভয়ের সাধারণ ধর্ম্ম। সেইরূপ মেঘ ও কেশ উভয়েই কাল বলিয়া, কৃষ্ণবর্ণ তাহাদিগেরও সাধারণ ধর্ম্ম।

রূপক।

উপমেয়কে উপমান রূপে অভেদ ভাবে নির্দ্দেশ করাকে রূপক অলঙ্কার বলে।

"...শোকের ঝড় বহিল সভাতে!
সুরসুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল; মুক্তকেশ মেঘমালা; ঘন

নিশ্বাস প্রলয়-বায়ু; অশ্রুবারিধারা
আসার, জীমূতমন্দ্র হাহাকার রব।"

রূপক অলঙ্কারে অনেক স্থলেই রূপ শব্দের উল্লেখ থাকে না। যথা—

"ফলতঃ সকলি ভ্রম, ঘোরতর মোহ-ভ্রম,
সদাচ্ছন্ন মানবনয়নে
সুখ-সূর্য্য সুবিমল, বিষাদ-বারিদদল,
পরিবর্ত্ত হয় ক্ষণে ক্ষণে;"

"কর্ব্বুর-গৌরব-রবি চিররাহু গ্রাসে।"

উৎপ্রেক্ষা।

বর্ণনীয় বিষয়ের সহিত অপর কোন বিষয়ের সাদৃশ্য হেতু যে স্থলে অভেদ কল্পনা করা যায়, তথায় উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়। যথা :—

"বাহিরিলা পদব্রজে রক্ষঃকুল-রাজ
রাবণ—বিশদ বস্ত্র, বিশদ উত্তরী,
ধুতুরার মালা যেন ধূর্জ্জটির গলে।"

উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার আবার বাচ্যা ও প্রতীয়মানা এই দুই ভাগে বিভক্ত। যে স্থলে "যেন" বা "বুঝি" শব্দের উল্লেখ থাকে, তথায় বাচ্যা আর যে স্থলে তাহার উল্লেখ না থাকে, অথচ প্রতীতি হয়, তথায় প্রতীয়মানা উৎপ্রেক্ষা বলা যায়।

বাচ্যোৎপ্রেক্ষা।

সলজ্জ কুমারীকুণ্ড আছে লুকাইয়া,
নিবিড়-অরণ্যময় পর্ব্বত গহ্বরে,
বঙ্গের কুমারী যেন বঙ্গ অন্তঃপুরে,

প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা।

কেমন সুন্দর শিশু জননীর কোলে,
আকাশের শশী খসি পড়েছে ভূতলে।

ভ্রান্তিমান অলঙ্কার।

অতি ঘনিষ্ঠ সৌসাদৃশ্য জ্ঞাপন মানসে সদৃশ গুণসম্পন্ন এক বস্তুকে অপর বস্তু বলিয়া ভ্রম কল্পনা করিলে ভ্রান্তিমান অলঙ্কার হয়। কিন্তু যে স্থলে কাল্পনিক ভ্রমের পরিবর্ত্তে প্রকৃত ভ্রম জন্মে, তথায় ভ্রান্তিমান অলঙ্কার হয় না। ভ্রান্তিমান অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত, যথা—

মুখ হেরে ভ্রমরে চকোরে লাগে বাদ।
কেহ বলে কমলিনী কেহ বলে চাঁদ।

এ স্থলে রমণীর মুখ দর্শন করিয়া ভ্রমরের কমলিনী ও চকোরের চন্দ্র বলিয়া ভ্রান্তি জন্মিয়াছে, এরূপ কল্পনা করা হইয়াছে, সুতরাং এস্থলে ভ্রান্তিমান অলঙ্কার হইয়াছে।

"—ভীমবাহু লক্ষ্মণ পশিলা,
মায়াবলে দেবালয়ে। ঝন ঝনিল অসি
পিধানে, ধ্বনিল বাজি তূণীর ফলকে,
কাঁপিল মন্দির ঘন বীর-পদভরে।
চমকি মুদিত আঁখি মেলিলা রাবণি;
দেখিলা সম্মুখে বলী দেবাকৃতি রথী,
তেজস্বী, মধ্যাহ্নে যথা দেব অংশুমালী।
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি শূর কৃতাঞ্জলিপুটে,
কহিলা, "হে বিভাবসু, শুভক্ষণে আজি

পূজিল তোমারে দাস, তেঁই প্রভু তুমি
পবিত্রিলা লঙ্কাপুরী ও পদ অর্পণে।"

মেঘনাদ নিজ মন্দিরে চক্ষু মুদিত করিয়া অগ্নিদেবের আরাধনা করিতেছিলেন ; এমন সময়ে মায়াবলে লক্ষ্মণ তথায় প্রবেশ করিলেন ; তাঁহাকে দেখিয়া ইন্দ্রজিৎ অগ্নিদেব জ্ঞানে প্রণাম করিলেন। এ স্থলে ইন্দ্রজিতের কাল্পনিক ভ্রম নহে ; কিন্তু প্রকৃত ভ্রম হইয়াছিল। সুতরাং এস্থলে ভ্রান্তিমান অলঙ্কার হইল না।

দৃষ্টান্ত অলঙ্কার।

যে স্থলে সমান ধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তুদ্বয়ের কার্য্যের সাধারণ ধর্ম্ম একরূপ না হইলেও নিবিষ্ট ভাবে দেখিলে তাহাদিগের সাদৃশ্য প্রতীত হয়, তথায় দৃষ্টান্ত অলঙ্কার হইয়া থাকে। যথা,—

"যোগ্য পাত্রে মিলে যোগ্য, সুধা সুরগণ ভোগ্য,
অসুরের পরিশ্রম সার।
বিকশিত তামরসে, অলি আসি উড়ে বসে,
ভেকভাগ্যে কেবল চীৎকার।"

এস্থলে সুরগণের সহিত অলির ও অসুরের সহিত ভেকের সাদৃশ্য দেখা যাইতেছে, অথচ সুরগণের সুধা সম্ভোগ ও অলির তামরসে উড়ে বসা এবং অসুরের পরিশ্রম ও ভেকের চীৎকার একরূপ কার্য্য নহে, কিন্তু অভিনিবিষ্ট চিত্তে দেখিলে তাহাদিগের সাদৃশ্য প্রতীতি হইয়া থাকে ; সুতরাং এস্থলে দৃষ্টান্ত অলঙ্কার হইল।

নিদর্শনালঙ্কার।

সাদৃশ্য হেতু কাহারও উপরে অসম্ভব কার্য্যের আরোপ করিলে তথায় নিদর্শনা অলঙ্কার হয়। যথা :—

"—অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী।
বধিল সম্মুখ রণে? ফুল দল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলীতরুবরে।"

ফুল দল দিয়া শাল্মলী তরুকে কাটা যেরূপ অসম্ভব, সেইরূপ ভিখারী রাঘবের পক্ষে ধনুর্দ্ধরের সংহার অসম্ভব কার্য্য হইলেও তাহা সংঘটিত হইয়াছে, এই হেতু ফুল দ্বারা শাল্মলীচ্ছেদন রূপ অসম্ভব কার্য্যেও সম্ভাবনা কল্পনা করা হইয়াছে।

ব্যতিরেক অলঙ্কার।

উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ যে স্থলে প্রদর্শিত হয়, তথায় ব্যতিরেক অলঙ্কার হইয়া থাকে। যথা :—

"কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা,
পদনখে পড়ে তার কাছে কত গুলা।"

তুল্যযোগিতা।

যে স্থলে দুই বা অধিক পদার্থের গুণ ক্রিয়াদির সম্বন্ধ থাকে, তথায় তুল্যযোগিতা অলঙ্কার হয়। যথা :—

"তীর, তারা, উল্কা, বায়ু, শীঘ্রগামী যেবা,
বেগ শিখিবারে বেগে সঙ্গে যাবে কেবা।

এস্থলে "বেগে" গুণ এবং "যাবে" এক ক্রিয়া।

অতিশয়োক্তি।

উপমেয়ের উল্লেখ না করিয়া উপমানকেই উপমেয়রূপে নির্দ্দেশ করিলে তাহাকে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার বলে। যথা :—

"নয়ন কেবল নীল উৎপল;
মুখ শতদল দিয়া গঠিল।

কুন্দে দন্তপাঁতি, রাখিয়াছে গাঁথি,
অধরে নবীন পল্লব দিল।
শরীর সকল, চম্পকের দল,
দিয়া অবিকল বিধি রচিল
তাই ভাবি মনে, তবে কি কারণে,
পাষাণেতে তব মন গঠিল।"

স্বভাবোক্তি।

কোন পদার্থের প্রকৃত অবস্থা বর্ণনকে স্বভাবোক্তি অলঙ্কার কহে। যথা:—

"জলধর ঝমাঝম বরষিছে নীর,
গরজিছে ঘন ঘন কেমন গভীর।
তড় তড় তড় তড় শিলাপাত হয়,
উজলে চপলা মুহুর্মুহু ভূ-বলয়।"

উল্লেখ অলঙ্কার।

এক বস্তুর একাধিক প্রকারে উল্লেখের নাম উল্লেখ অলঙ্কার। যথা:

"বলিহারি তোমারি চরিত মনোহর,
গায় সকল জগতবাসী।
প্রভু দয়ার অবতার অতুল গুণ নিধান,
পূর্ণব্রহ্ম অবিনাশী।
* * * *
রবি চন্দ্র পরে, জ্যোতি তোমার হে,
আদি জ্যোতি কল্যাণ;
জগতপিতা, জগতপালক তুমি,
সকল মঙ্গলের নিদান।"

অর্থান্তরন্যাস।

সামান্য দ্বারা বিশেষের এবং বিশেষের দ্বারা সামান্য বস্তুর সমর্থনাকে অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার বলে। যথা :—লঘু-চৌপদীর দৃষ্টান্ত দেখ।

দীপক।

যে স্থলে অনেক ক্রিয়া পদের সহিত এক মাত্র কর্ত্তার সম্বন্ধ থাকে, অথবা প্রস্তাবিত ও অপ্রস্তাবিত উভয় বিষয়ের একমাত্র ক্রিয়া থাকে, তথায় দীপক অলঙ্কার হয়। যথা :—

"হায়, সখি কেমনে বর্ণিব,
সে কান্তার কান্তি আমি? * *
অজিন (রঞ্জিত, আহা, কত শত রঙে!)
পাতি বসিতাম কভু দীর্ঘ তরুমূলে,
সখীভাবে সম্ভাষিয়া ছায়ায়, কভু বা
কুরঙ্গিণী সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে,
গাইতাম গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি!
নব লতিকার, সতি দিতাম বিবাহ
তরুসহ, চুম্বিতাম মঞ্জরিত যবে.
দম্পতী মঞ্জরীবৃন্দে আনন্দে সম্ভাষি।"

এখানে এক আমি কর্ত্তার সঙ্গে সকল ক্রিয়ার অন্বয়।

ব্যাজস্তুতি

যে সকল স্থলে প্রশংসার ছলে নিন্দা বা নিন্দার ছলে প্রশংসা করা হয় তথায় ব্যাজস্তুতি হয়। যথা :—

"সভাজন শুন, জামাতার গুণ, বয়সে বাপের বড়।
কোন গুণ নাই, যেথা সেথা ঠাঁই, সিদ্ধিতে নিপুণ দড়।
সুখে দুখ জানে, দুখে সুখ মানে, পরলোকে নাহি ভয়।
কি জাতি কে জানে, কারে নাহি মানে, সদা   । ময়।"
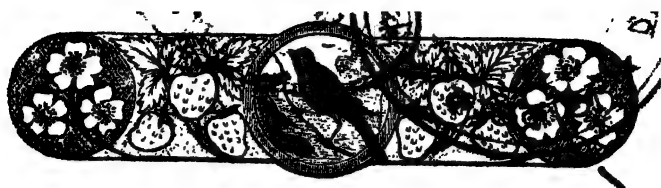
কবিগাথা

পিতৃহীন যুবক

আহা! কিবা সুগভীর নিবিড় রজনী,
নীরব প্রকৃতিদেবী, অবিচল প্রায়
জীবনপ্রবাহ এবে, নির্জীব ধরণী;
অবিষাদে অন্ধকার বিরাজে ধরায়।
না পায় শুনিতে কর্ণ, না দেখে নয়ন,
ঘোর নিদ্রা-অভিভূত বসুধা এখন।

২

যামিনীর সুমধুর নূপুর-নিক্কণ
ঝিল্লিরবে ভাসিতেছে দিগ্‌দিগন্তর,

পাখার প্রহার শব্দ করিছে কখন
ভগ্ন-নিদ্র পক্ষিগণ বৃক্ষের উপর ;
কলকল রবে গঙ্গা সাগর-সদন
যাইতেছে অন্ধকারে ঢাকিয়া বদন।

৩

পূরাইতে পাপ আশা, যত দুরাচার,
কম্পিতহৃদয়ে ভয়ে ভ্রমিছে এখন,
সাক্ষীর স্বরূপ নৈশ নিবিড় গগন,
চেয়ে আছে প্রকাশিয়া সহস্র নয়ন।

৪

জীবন পবন, এবে উভয়ে অচল,
নিদ্রিত ধরায় আর নাহি বহে শ্বাস,
একটী পল্লব নাহি করে টল মল,
একটী ফুলের নাহি সুরভি নিশ্বাস।
নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে করিয়া শয়ন
দিবসের শ্রম নর জুড়ায় এখন।

৫

নাহি সে বিমল সুখ কপালে আমার,
অভাগার নাহি শান্তি যাবৎ জীবন,
রাবণের চিতাপ্রায়, হৃদয় যাহার,
নিশীথে তেমনি জ্বলে দিবসে যেমন।
কত করি অবিরত সাধিনু নিদ্রায়,
বাঁচাইতে শান্তিরূপ শীতল ছায়ায়।

৬

যেই দিন পিতৃশোক-ছুরিকা বিষম,
ফুটিয়াছে এ হৃদয়ে জেনেছি তখন,
শুকাইবে আশালতা শুকাবে মরম।
তড়িত-আহত তরু শুকায় যেমন।
সেই দিন হ'তে নিদ্রা করে না বর্ষণ
শান্তির শয্যায় সুখ কুসুমরতন।

৭

কণ্টক শয্যায় যদি রাখি কলেবর,
চিন্তানলে জ্বলি, ভাসি নয়নের নীরে,
ঝরিয়াছে এক বিন্দু ঝরিবে অপর,
এই অবসরে নিদ্রা নয়ন-মন্দিরে
প্রবেশেন যদি তবে আইসে সঙ্গিনী
যাতনিতে অভাগায় স্বপ্ন কুহকিনী।

৮

মায়াবলে পাপীয়সী ফিরায়ে কখন
মানস তরণী মম, জীবনের স্রোতে,
লয়ে যায়, যথা, আহা! শৈশবে যখন
কেলিনু মনের সুখে,—সাগর-কপোতে
খেলে যেই মতে শান্ত সুনীল সাগরে,
প্রসারিয়া পক্ষ-পুট জলধি উপরে।

৯

সৌভাগ্যের পূর্ণ জ্যোতিঃ শৈশবে আমার
খেলাইত যেই মতে উর্ম্মিমালা সনে,

নব জীবনের জলে, চুম্বি অনিবার
আশার মুকুল শত সোণার কিরণে ;
দেখাইয়া গত সুখ চিত্ত-মনোহর,
হাসায় এ চিন্তাক্লান্ত বিষণ্ণ অন্তর।

১০

অমনি চকিতমাত্র ছায়াবাজি প্রায়,
পলকে লুকায় সব চপলার গতি,
চিত্র করে পাপীয়সী প্রণয়-রেখায়,
জনকের চিন্তাদগ্ধ পবিত্র মূরতি।
দিবানিশি অশ্রুজলে ভাসিতেছে বুক,
ঋণ দায় যাতনায় অবনত মুখ।

১১

জনকের দীন ভাব করিয়া দর্শন
উচ্ছ্বসিত হয় মম শোক-পারাবার,
বিদরে হৃদয় দুঃখে, সন্তরে নয়ন
শোক-অশ্রুজলে ; আহা ! সহেনাকো আর
সুদীর্ঘ নিশ্বাস সহ ভাঙ্গে এ স্বপন,
ঝরে নয়নের জল মানে না বারণ।

১২

শুধু একা আমি নহি, কবিতাকাননে
পশিয়াছে যেই জন, বসিয়া বিরলে
কাঁদিয়াছে কত নর, জানে সেই জনে,
আমার মতন জ্বলি, চিন্তার অনলে

পশেছে—নিদ্রার নাহি পাইয়া দর্শন—
অনন্ত নিদ্রায়, আমি পশিব যেমন।

১৩

কিন্তু আহা! কি হইবে নিশীথ সময়
ভাসি নয়নের নীরে, ভাগীরথীতীরে
অশ্রুতে দ্রবিত যদি কালের হৃদয়,
যেতেন না পিতা মম শমনমন্দিরে;
অশ্রুপাতে করি যদি ধরা বিদারণ,
জনকের তবু নাহি পাব দরশন।

১৪

কি জাগ্রতে, কি স্বপনে, কি নিশি দিবসে,
কাঁদি হিমাচল শৃঙ্গে, জলধির তলে
কিংবা যথা মেঘমাঝে বজ্রাগ্নি ঝলসে,
বাড়াই জলদরাশি নয়নের জলে;
কিংবা মনোদুঃখে, জলপ্রপাত ভীষণ,
পরাভবি অশ্রুবেগে, করিয়া রোদন—

১৫

তথাপি সে শান্ত মূর্ত্তি দেখিব না আর,
শুনিব না আর সেই মধুর বচন,
নাম ধরি অভাগারে ডাকিতে আবার,
শুনিব না আর আমি যাবৎ জীবন;
মধুমাখা 'বাবা' কথা শুনিব না আর,
শ্রদ্ধার আলয় মম হইল আঁধার।

১৬

নিরন্তর এই আশা জাগিত অন্তরে
ফিরিয়া স্বদেশে সুখে মন-কুতূহলে,
জুড়াব বিরহ জ্বালা পিয়ে প্রেমভরে,
পিতার পবিত্র প্রীতি অমৃত ভূতলে।
অচির বিরহানল নিবিবে কি আর
ঘটিল কপালে চির বিরহ আমার।

১৭

প্রেম বিগলিত অশ্রু দেখেছিনু যাহা
আসিবার কালে আমি, এখনও ভাসে
যেন নয়নের কাছে; শুনিয়াছি আহা
সেই সুমধুর কথা প্রেমপূর্ণ ভাষে,
এখনো বাজিছে যেন শ্রবণে আমার,
এই জন্মে ভুলিব না, শুনিব না আর।

১৮

বৎসরেক ভারতীর সেবিয়া চরণ,
লভিয়াছি যেই ফল, আশা ছিল মনে,
পাসরিতে শ্রম গৃহে ফিরিব যখন,
উপহার প্রদানিব পিতার চরণে।
কিন্তু বনবাস শেষে জানি নাই আর,
পিতৃশ্রাদ্ধ ছিল পাপ-কপালে আমার।

১৯

যে তরু আশ্রয় করি ছিনু এত কাল
কালের কুঠারে যদি হইল পতন,

কি কাজ সহিয়া এত সংসারজঞ্জাল ?
লুকাইব এই খানে ত্যজিব জীবন।
ছাড়ুক দীনতা এবে অনল-নিশ্বাস
কি ভয় মরিতে ? আমি জীবনে নিরাশ।

২০

উত্তরীয় যেই দিন করিনু ছেদন
জাহ্নবি ! তোমার তীরে, বিষাদিত মন,
ভেবেছিনু একবারে কাটিব তখন,
উত্তরীয় সহ এই সংসার-বন্ধন ;
সংসারের মায়া কিন্তু না জানি কেমন,
দুঃখিনী মায়েরে মনে পড়িল তখন।

২১

চিত্রিত রবির করে, পঞ্চ সহোদর
দেখিনু ভাসিছে যেন জাহ্নবী-জীবনে,
শৈশব সরল ভাবে প্রসারিয়া কর,
চেয়ে আছে অভাগারা কাতর নয়নে ;
দেখিয়া হৃদয় যেন হ'ল বিদারণ,
ভূতলে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়িনু তখন।

২২

কিন্তু কি সুখের তরে, চিত্তদ্রব-করী
গৃহরূপ রঙ্গভূমে ফিরিব আবার ?
দশমীতে ব্যোমকেশ, ত্রিদশ-ঈশ্বরী
সহ গেলে স্বর্গপুরে, করিয়া আঁধার

ভকতহৃদয়াকাশ, শূন্য গৃহে পড়ি
গুটি কত ভগ্ন ঘট যায় গড়াগড়ি।

২৩

তেমতি জনক মম, চিন্তার অনল
নিবাইতে পশিলেন অনন্তজীবনে,
সৌভাগ্য গিয়াছে সঙ্গে হৃদয়মণ্ডল
আঁধারিয়া শোকরূপ ঘন আচ্ছাদনে।
ভগ্ন ঘট-প্রায় চিত্ত-ভগ্ন-পরিবার,
বুকে হস্ত ভয়ে ত্রস্ত, করে হাহাকার।

২৪

এই খানে মা দুঃখিনী পড়ে ধরাতলে
বাতাহত সুবর্ণের প্রতিমূর্ত্তি প্রায়,
স্থির-নেত্রে, স্থির গাত্রে বদনমণ্ডলে
নাহি জীবনের চিহ্ন, অচেতন কায়,
দুগ্ধপোষ্য শিশু ভ্রাতা মুখে হাত দিয়া
কাঁদিছে অভাগা আহা! মা মা মা বলিয়া।

২৫

সুকুমার ভ্রাতৃগণ বিনোদ, বিমল,
বালেন্দুবদনকান্তি, কোমল পরাণে
নাহি কোন চিন্তা আহা! অবোধ চঞ্চল,
কি ঘটেছে অভাগারা কিছুই না জানে;
তথাপি স্নেহের কিবা মহিমা অপার,
মার মুখ চেয়ে তারা কাঁদে অনিবার।

২৬

ভাসিতে ভাসিতে এই দুঃখের সাগরে,
যেই সব তৃণ লতা করিনু আশ্রয়,
ছিঁড়িয়াছে সব আহা ! বাঁচিব কি ক'রে,
আসিতেছে জলোচ্ছাস ডুবিব নিশ্চয়।
আশার অঙ্কুর যত করিনু রোপণ,
ফলবতী না হইতে হইল নিধন।

২৭

জীবনের তরি, বিদ্যা অনন্ত সাগরে
ভাসায়ে যাইব, বড় সাধ ছিল মনে,
যশের মন্দিরে, যথা আনন্দে বিহরে
অমর কবীশবৃন্দ কনক-আসনে।
কল্পনার সূত্রে গাঁথি কবিতার হার,
সাজাইব মাতৃভাষা দিব উপহার।

২৮

প্রকাশিলে জ্ঞানচন্দ্র ফুটিলে নয়ন,
প্রবেশিব ধর্ম্মারণ্যে, পঙ্কিল হৃদয়
চৈতন্যের ভক্তিস্রোতে করি প্রক্ষালন
জুড়াইব অনুতাপ ; বুঝিব নিশ্চয়
বিষয় বাসনা সহ, ত্যজিব জীবন,
ধর্ম্মার্থে নিহত দীন ঈশার মতন॥

২৯

তরণী যাইতেছিল সাহস পবনে
বিস্তারি ধবল পাখা গগনমণ্ডলে,

আশারূপ দীপাবলী উজ্জলি সঘনে,
দুরূহ, দুর্গম পথ ; না জানি কি ছলে
দরিদ্রতা তুলি শিরঃ মৈনাকের প্রায়,
ডুবাইতে চাহে তরি কি করি উপায় ?

৩০

অকস্মাৎ এ প্রশ্নের কে দিবে উত্তর ?
কে বুঝিবে ভবিষ্যৎ ? অদৃষ্ট দুর্জ্ঞেয়।
সময়ের যবনিকা করিয়া অন্তর
কে দেখাবে কি রয়েছে ? দেখেছে কি কেহ ?
স্থানভ্রষ্ট সৌভাগ্যের নক্ষত্র যাহার,
কার সাধ্য যথাস্থানে নিয়োগে আবার ?

৩১

দুঃখের আবর্ত্তশ্রেণী আসিতেছে বেগে
ডুবাইতে জীর্ণ তরি ভীষণ প্রহারে,
ঢেকেছে হৃদয়, কাল চিন্তারূপ মেঘে,
নিশ্চয় উঠিবে ঝড় কে রাখিতে পারে ?
ডুবাবে নিশ্চয় যদি তবে কেন আর ?
ডুবিব জাহ্নবি ! আজি সলিলে তোমার।

৩২

কোথায় জননী মা গো র'লে এসময়ে,
তব ক্রোড়ে এ অভাগা ফিরিবে না আর,
চিত্রিবে না দূর দেশে তোমায় হৃদয়ে,
মা মা ব'লে মা তোমারে ডাকিবে না আর ;

জননি! জন্মের মত হইনু বিদায়,
হৃদয় কাঁদিলে আর কি হইবে হায়!

৩৩

নিবিড় তমসমাঝে নিরখি তোমায়
কাঁদিতেছ অয়ি মাতঃ! লইয়া হৃদয়ে
কোমল কনিষ্ঠ শিশু, ভাবিতেছ হায়!
কতদিনে বাছা তব ফিরিবে আলয়ে;
এত কষ্টে নারিলাম করিতে উপায়,
কি সুখে ফিরিব ঘরে? আবার বিদায়।

৩৪

প্রাণের প্রতিমা মম ভ্রাতা ভগ্নীগণ,
অভাগা তোদের কাছে লইল বিদায়;
মরিতাম যদি হেরি তোদের বদন,
চুম্বি, হাসি "দাদা" বলে ডাকিতে আমায়,
কালের কবল হতো কুসুমের হার,
শমনভবন হতো সুখের আধার।

৩৫

দীননাথ! তুমি মাত্র অনাথ-আশ্রয়
তব প্রেমক্রোড়ে নাথ করিনু অর্পণ,
পিতৃহীন, ভ্রাতৃহীন দীন নিরাশ্রয়,
প্রাণের অধিক মম ভ্রাতা ভগ্নীগণ।
বল নাথ! ইহাদের কি হবে উপায়,
অভাগার পরকালে কি হইবে হায়।

৩৬

এই তো জীবনরবি অস্তমিতপ্রায়,
অপ্রভাত বিভাবরী আসিছে এখন,
সংসারের শোভা যত তাহার ছায়ায়
লুকাইবে, ঠিক যেন মায়ার সৃজন।
কিন্তু হায়! কিছুমাত্র না জানি এখন
কিরূপ সে বিভাবরী অনন্ত জীবন।

৩৭

সেখানেও সহি যদি চিন্তার দংশন,
যদি এ দুঃখের নাহি হয় উপশম,
কি ফল তোমার আজ্ঞা করিয়া লঙ্ঘন,
পাপে কলুষিত হয়ে ত্যজিয়ে জীবন?
কিন্তু ভবিষ্যৎ ভয় ভাবি মনে মনে,
সংসারের এত জ্বালা সহিব কেমনে?

৩৮

কে আমার কাণে কাণে বলিল এখন
"যুবক! নিরাশ এত বল কি কারণ?
জান নাকি সুখ দুঃখ নিরাশ স্বপন?
সুখ চিরস্থায়ী কবে? দুঃখ বা কখন?
এই দেখ এই ছিল তিমিরা রজনী,
আবার এখন দেখ হাসিছে ধরণী।"

৩৯

হাসিছে ধরণী? আহা! আমি কেন ভবে,
মজিয়া মনের দুঃখে, বসি নদীতীরে

ভাবিতেছি এই দুঃখ চিরদিন রবে,
কাঁদিতেছি অনিবার ভাসি, নেত্রনীরে ?
আমার অপেক্ষা দুঃখী কত শত জন,
পর্ণকুটীরেতে সুখে করেছে শয়ন।

৪০

কেবল আমি ত নহি সকল সংসারে,
সুখ দুঃখ ক্রমাগত, চক্রের মতন,
ঘুরিতেছে অনিবার, কে রাখিতে পারে ?
কমলা অচলা হয়ে রয়েছে কখন ?
কি সুখ বিষয়ে ? কত নৃপতি বিরলে
এ ঘোর নিশীথে ভাসে নয়নের জলে।

৪১

বিবেক ! নিশ্চয় আমি জেনেছি তোমায়,
কহিয়াছ উপদেশ মম কাণে কাণে ;
তোমার গম্ভীর বাক্য করিয়া সহায়,
ফিরিব সংসারে পুনঃ পশিব সংগ্রামে।
কাপুরুষপ্রায় কেন ত্যজিয়া জীবন,
দয়া ধর্ম্ম একেবারে দিব বিসর্জ্জন।"

৪২

কি ছার বিষয়চিন্তা কি ছার সংসার,
কি ছার সম্ভোগলিপ্সা, অর্থই কি ছার,
মরিব কি তারি তরে করি হাহাকার,
নিশ্চয় লঙ্ঘিব এই দুঃখ-পারাবার।

কি ভাবনা, গেছে সুখ ফিরিবে আবার,
কিবা চিন্তা? আছে দুঃখ রহিবে না আর।

৪৩

নাহি কি ধৈর্য্যের অস্ত্র হৃদয়-ভাণ্ডারে,
যুঝিব একাকী আমি ত্যজিব না রণ,
দেখিব নিষ্ঠুর বাক্য কি করিতে পারে;
পাষাণে হৃদয় এই করিনু বন্ধন।
এই চলিলাম গৃহে করিলাম পণ,
"মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন"।

নবীনচন্দ্র সেন।

বহুদিন পরে প্রবাসীর জন্মভূমি-দর্শন ও মনের বিবিধ ভাব।

ধন্য ধন্য জন্মভূমি আনন্দ-ভবন,
নয় নয় তুল্য তার নন্দনকানন।
স্বর্গ স্বর্গ করে লোকে সার তার নাম,
প্রকৃত সুখের স্বর্গ জনমের ধাম।
হয় হোক জন্মভূমি সৌন্দর্য্যবিহীন,
থাক্ তার চারি পাশে বিজন বিপিন,
না থাক্ নিকটে নদ নদী সরোবর,
না থাক্ সেখানে কোন খাদ্যপরিকর,
তবু তার কাছে সুরপুর কোন্ ছার।
যেখানে জনম যার তাই ভাল তার।

তিলেক রহিতে নারে প্রবাসী যেখানে,
নিবাসী সর্ব্বদা রয় হরষে সেখানে।
দেখ রে লাপ্‌ল্যাণ্ড দেখ কি কুস্থান হায়!
এমন সুলভ রোদ দুর্লভ তথায়;
ছ'মাসে তপন নাকি কখন কখন,
দেখা যায় তড়িতের রেখার মতন;
যম-সম শিশির না ছাড়ে কভু তারে,
প্রোথিত সকল স্থল নিবিড় তুষারে!
তথাপি শুধাও তার নিবাসীর কাছে,
তেমন সুখের দেশ আর নাকি আছে?
শুনেছি আফ্রিকা দেশ মহাভয়ঙ্কর
বড়ই প্রখর তথা তপনের কর;
স্থানে স্থানে ভয়ানক মরুভূমি কত,
ক্ষুভিত পবনে হয় সাগরের মত;
কচিৎ জলদমালা বরষিয়া জল,
উত্তপ্ত ভূপৃষ্ঠ তার করে সুশীতল;
তথাপি শুধাও তার নিবাসীর কাছে,
তেমন সুখের দেশ আর নাকি আছে?
উত্তর দক্ষিণে আর প্রশান্ত সাগরে,
ভাসিতেছে কত দ্বীপ সলিল উপরে।
থাক্ তথা বাস করা, কথা শুনে তার,
হয় মনে নানারূপ ভয়ের সঞ্চার।
তথাপি শুধাও তার নিবাসীর কাছে,
তেমন সুখের দেশ আর নাকি আছে?

এইত সে প্রিয়তম মম জন্মস্থান,
যার তরে ছিল সদা ব্যাকুলিত প্রাণ;
যার প্রীতিময়ী মূর্ত্তি— চারুদরশন,
করিতাম এত দিন চিন্তা অনুক্ষণ।
আজ তার সেই মূর্ত্তি নিরখি নয়নে,
মরি কি বিমল সুখ উপজিল মনে।
কাদম্বিনী বরষার সময়ে যেমন,
নিয়ত সলিলে করে ভূতল সিঞ্চন;
আজ এ জনমভূমি আমার তেমন,
করিছে অন্তরে কত সুখ বরিষণ!
অথবা তপন-আভা প্রভাত সময়
যেরূপ প্রফুল্ল করে সরোজনিচয়;
জনমভূমির কান্তি আজি সে প্রকার,
হৃদয়-কমল ফুল্ল করিছে আমার।
কত কত রম্যস্থান করেছি ভ্রমণ,
হেরিয়াছি কত শত নগর শোভন।
কিন্তু তাহাদের সেই সুষমানিচয়,
আজ এ রূপের কাছে ছার জ্ঞান হয়।
এই যে শ্যামল তনু পাদপনিকর,
বায়ুভরে হেলে দোলে করে সর সর,
সারি সারি শোভিতেছে স্তম্ভের মতন,
কত স্থানে এরূপ করেছি দরশন;
করিতেছে যত এরা নয়ন-রঞ্জন,
করে নাই সে সকল কখন এমন।

কত বন উপবন করিয়া ভ্রমণ,
হেরিয়াছি কত পুষ্প শোভার সদন।
দেখিয়াছি বিক্টোরিয়া-পদ্ম মনোহর,
নাহি যার তুলনা এ অবনীভিতর;
কিন্তু আজ এই সব পুষ্প সাধারণ,
হরণ করিছে আহা যেইরূপ মন;
কোন দিন কোন স্থলে কোন ফুলে আর,
হরে নাই এইরূপ এ মন আমার।
এই যে বিহঙ্গগণ ডালে ডালে বসি,
গাইতেছে সুমধুর সুখরসে রসি;
নানা স্থানে এইরূপ বিহঙ্গ-কূজন,
করেছি শ্রবণ বহু করেছি শ্রবণ।
কিন্তু আজ এদের এ সুললিত স্বরে
ঢালিছে যেমন সুধা শ্রবণ-বিবরে;
বিদেশীয় সেই সব পতত্রি-সিঞ্জন,
করে নাই এত সুধা কভু বরিষণ।
অহো! আজ জন্মভূমি করি দরশন;
পূর্ব্বতন কত কথা হইল স্মরণ!
যখন ছিলাম শিশু—যখন এ মন,
ছিলনা সংসার-চিন্তা-সাগরে মগন;
খা(ও)য়া বিনা আর কিছু নাহি জানিতাম,
খা(ও)য়াবার কিছুই না ধার ধারিতাম,
ভয়ানক দরিদ্রতা দেখাইয়া ভয়,
নারিত করিতে কভু শঙ্কিত হৃদয়;

কত সুখে হরিয়াছি সময় এমন,
ভাবিলে নয়ন হয় সজল এখন।
এই যে শ্যামল ক্ষেত্র দূর্ব্বাদলময়,
চরিতেছে যাতে ছাগ গো-মেষ-নিচয়;
জুটে যত প্রতিবেশী শিশুদের সনে,
আসিতাম এর মাঝে পুলকিত মনে;
করিতাম কত কেলি কত কোলাহল,
স্বেদজলে সিক্ত হ'ত শরীর সকল;
খেলিতে খেলিতে রোদে তাপিত হইয়া,
এ সব তরুর তলে ধাইয়া আসিয়া,
জুড়াতাম কলেবর শীতল সমীরে,
হায় রে সেদিন আর আসিবে কি ফিরে?
এই যে বিরলপত্র তরু সহকার,
হইয়াছে জীর্ণ শীর্ণ কলেবর যার;
স্থানে স্থানে পড়িয়াছে খসিয়া বাকল,
দেখা যায় কোন স্থলে পাখীর খোড়ল,
অগ্রভাগ আচ্ছাদিত লতায় লতায়,
যোগীর মস্তক যথা জটায় জটায়।
যখন ইহার ফল উঠিত পাকিয়া,
থাকিতাম সারাদিন তলায় বসিয়া;
যদি কিছু পবন বহিত বেগভরে,
প্রস্তুত হতেম আম কুড়াবার তরে;
ধরিতাম ধেয়ে যেটি পড়িত যখন,
কোথায় কোথায় হায় সে দিন এখন?

প্রবাসীর জন্মভূমি-দর্শন।

এই সেই বকুলের তরু প্রিয়তর,
বিকসিত হলে যার কুসুমনিকর,
দিবা অবসান-কালে আসিতাম তলে,
গাঁথিয়া ফুলের মালা পরিতাম গলে ;
হইত সৌরভে তার মোহিত মানস,
হায় রে কোথায় সেই সুখের দিবস ?
এই যে এ দিকে বহুকেলে সরোবর,
এক দিন ছিল ইহা কত মনোহর।
ছিল জল নিরমল স্ফটিকের মত,
করিতাম উলে তায় কেলি কত কত !
ভিতরে কুমুদ ফুল রহিত ফুটিয়া,
লইতাম সাঁতারিয়া স-নাল তুলিয়া।
কূলে কূলে শাবকসহিত হংসগণ,
কুতূহলে করিত আহার অন্বেষণ,
থাকিয়া থাকিয়া মাথা জলে ডুবাইত,
চপ চপ শব্দ করি উদর ভরিত,
ক্ষণে ক্ষণে সুখিত করিত কলরবে,
তেমন সুখের দিন আর নাকি হবে ?
এই যে কানন হেরি, এই যে কানন,
এই খানে ছিল মোর আবাস-ভবন।
কালের দশনে তাহা চূর্ণিত হয়েছে,
কেবল মাটির ঢিপি পড়িয়া রয়েছে।
হায় রে কোথায় সেই স্নেহস্বরূপিণী,
জননী আমার দুঃখ নীরধি-বাসিনী ?

কতই যাতনা তিনি আমার কারণে,
পেয়েছেন, বুক ফাটে পড়িলে তা মনে;
কত স্নেহ আমার উপরে ছিল তাঁর,
না পাই সংসারে খুঁজে তুলনা তাহার।
যখন পড়িনি আমি (শুনেছি) ছ'মাসে,
ছাড়িয়া গেলেন পিতা ত্রিদিব-নিবাসে
অনাথা জননী কোলে করিয়া আমারে,
দিলেন সাঁতার ঘোর দুঃখের পাথারে;
ভাসিতেন দিবা নিশি নয়নের জলে,
ছিল না এমন কেহ যে 'আমার' বলে;
যে দিন জুটিত যাহা কপালের জোরে,
আপনি না খেয়ে তাহা খা(ও)য়াতেন মোরে
ক্রমে ক্রমে জড়িত হলেন ঋণ-জালে,—
হায় বিধি এত দুঃখ ছিল তার ভালে।
নিরদয় নীচবৃত্তি উত্তমর্ণ যত,
বিঁধিয়াছে বুকে তাঁর বাক্য শেল কত।
নিরখি তখন তাঁর অশ্রুপূর্ণ মুখ,
পাষাণেরো পরিতাপে বিদরিত বুক।
করিলেন এত দুঃখে পালন আমার,
হায় আমি কিছুই না করিলাম তাঁর!
না দিলাম শোধ কিছু সে স্নেহের ধার
কোথায় আমার মত নরাধম আর?
পশুর পাখীর সম মম আচরণ,
কেন এ মানব দেহ করিনু ধারণ!

কলঙ্কিত "নরাধম" জনমে আমার,
ধিক্ রে আত্মন্! তোরে ধিক্ শত বার।
খেলিতে কোথাও আমি যেতেম যখন
হইত তখন যাঁর ভেনাভাঙ্গা মন;
আসিতাম যে সময়ে খেলাইয়া ঘরে,
হ'ত যাঁর সুখোদয় অতুল অন্তরে;
দেখিলে সুন্দর কোন কুসুম কোথায়,
যতনে আনিয়া যিনি দিতেন আমায়;
মায়ের প্রদত্ত খাদ্য অংশ আপনার,
দিতেন বাঁটিয়া মোরে অর্দ্ধ যিনি তার;
পীড়িত হতেন যদি জননী কখন,
করিতেন যিনি মোরে পালন তখন:
কোথা সেই নির্ম্মল সোদরস্নেহ-পরা,
মায়ের সমান মোর জ্যেষ্ঠ সহোদরা?
তার সেই স্নেহমাখা 'ভাই' সম্বোধন,
করিবে কি এই কর্ণে অমৃত সিঞ্চন?
আর সেই নিষ্কপট ভ্রাতৃস্নেহ তাব,
দেখিব দেখিব কভু দেখিব কি আর?
এতকাল পরে ফিরে আসিলাম বাসে,
কেহই ত ভাই ব'লে এসে না সম্ভাষে।
হায় রে কোথায় সেই প্রতিবেশিগণ,
এ যে সব অভিনব করি দরশন।
কোথা সেই সরলতা অমূল্য রতন,
ছিল যাতে তাহাদের বিভূষিত মন!

কোথা সেই শান্তিময় কুটীর সকল,
পরিবার-প্রণয়ের আদরশ স্থল।
কোথা সে ঈশ্বর-প্রীতি ধরমের ভয়,
হায় হায় কিছুই ত দৃশ্য নাহি হয়।
সম্পদের আবির্ভাবে লুকায়েছে তাহা,
বিপরীত সকল নিরখি আহা আহা।
  সুখময় তটিনীর রেণুময় চরে,
সরল বিহঙ্গ কত সুখে কেলি করে ;
যদি তথা নাবিকেরা লাগায় তরণি,
যায় তারা স্থানান্তরে উড়িয়া তখনি।
সেইরূপ অভিমানী কুটিল-অন্তর,
ধনিগণ আগমনে মনে পেয়ে ডর,
পূর্ব্বকার যে সকল প্রতিবেশিগণ,
হায় বুঝি অন্য স্থানে করেছে গমন,
সরলতা আদি গেছে তাহাদের সনে,
আধারবিহনে রহে আধেয় কেমনে ?
কৌটিল্য প্রভৃতি যত ধন-সহচর,
চরিতেছে ইতস্ততঃ এবে নিরন্তর।
  এই ত আইল সন্ধ্যা, মূর্ত্তি মনোহর
অস্তগিরি গুহাগত হলেন ভাস্কর।
আকর্ণিয়া এ সময় রাখালিয়া গীত,
হায় হায় হ'ত কত মানস মোহিত।
চারি দিকে বিবাদ কলহ এক্ষণ,
শুনিয়া হয়েছে অতি ব্যথিত শ্রবণ!

চটকাদি ছোট ছোট পাখী শত শত,
কুড়াইয়া আনিয়া যতনে তৃণ কত,
আপন আপন বাসা মনের মতন
সাজায় কেমন আহা সাজায় কেমন!
এইরূপ পূর্ব্বের সে অধিবাসিগণ,
(যদিও তাদের কিছু নাহি ছিল ধন,)
সদাকাল কায়িক চেষ্টায় ধীরে ধীরে,
মরি কিবা সাজাইত জনমভূমিরে।
আধুনিক এই সব ধনবানগণ,
সাজায় কি কায়া এর মায়ায় তেমন?
চমৎকার ধন-বৃক্ষ সংসার-ভিতরে,
বিষফল সুধাফল দুই ফল ধরে।
ভোগিছেন জন্মভূমি আদিফল সদা,
ঘটে কি কপালে অই শেষ ফল কদা?
অহে রম্যহর্ম্ম্যবাসী ধনাঢ্যনিকর
যাতে মলমূত্র ক্ষেপ কর নিরন্তর,
বল বল বল শুনে জুড়াই শ্রবণ,
করিছ কি কিছু তার মঙ্গল সাধন?
নিরমল বিদ্যারূপ আলোক-মালায়,
বল শুনি কত দূর উজলিলে তায়?
অজ্ঞান-তিমিরপুঞ্জ কত বিনাশিলে,
কতদূর মুখ তাঁর প্রসন্ন করিলে?
অথবা বিস্মৃত হল হয়ে এ সকল,
ভোগের বাসনা পূর্ণ করিছ কেবল।

মিছে কেন নরদেহ ধরেছিলে তবে,
ধিক্ ধিক্ শত বার ধিক্ তোমা সবে।
স্বদেশের উপকারে নাই যার মন,
কে বলে মানব তারে, পশু সেই জন।
দেশের মঙ্গলে যার ব্যভার না হয়,
লোষ্ট্রের সমান তারে ধন কেবা কয়!

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

চন্দ্রশেখরে।

পুণ্যতীর্থ সীতাকুণ্ড!—শোভিছে উত্তরে,
কনক চম্পকারণ্য। গর্জ্জিছে দক্ষিণে,
হুঙ্কারি বাড়বানল—মানব-বিস্ময়!
পশ্চিমে নিরগ্নি কুণ্ড, ব্যাস-সরোবর
বহিতেছে নিরন্তর পূর্ব্বে কলকলে,
কলকণ্ঠা মন্দাকিনী—স্বরপ্রবাহিনী।
পুণ্যতীর্থ সীতাকুণ্ড!—অপ্সরাপ্রদেশ।
জ্যোতির্ম্ময়, মনোহর! পরিপূর্ণ, মরি,
প্রকৃতির ইন্দ্রজালে; জলেতে অনল,
অনল পাষাণে; আজি শিবচতুর্দ্দশী,
সুদূরে দক্ষিণে, মহাঅরণ্য-ভিতরে,

কল্লোলে কুমারীকুণ্ড—চারু নির্ঝরিণী,
মধুর কুমারীকণ্ঠ তরতর তরে
লইয়া কর্ক্করী—নদী চলেছে সাগরে,
চক্রে চক্রে শুনাইয়া ভূধর-শৃঙ্খলে,
নিরমল, সুশীতল, সলিলসঙ্গীত।
সলজ্জ কুমারীকুণ্ড আছে লুকাইয়া,
নিবিড়-অরণ্যময় পর্ব্বত-গহ্বরে,
বঙ্গের কুমারী যেন বঙ্গ-অন্তঃপুরে,
অবাক অচলশ্রেণী, বিটপী নির্ব্বাক,
আছে দাঁড়াইয়া ঘেরি ঘোরপ্রসরণে।
কোথায় কুরঙ্গগণ করিছে চীৎকার ;
নাচিছে রিশাল * ডাকে কানন-কুক্কুট ;
নির্জ্জনে কূজনে কোথা কানন-কপোত ;
কোথায় কর্ক্করী নদী কুলুকুলু কলে
প্রতিরোধী শিলাপদে করিছে বিনয়
অনন্তকালের তরে ; কিন্তু শিলাখণ্ড
রহিয়াছে অচঞ্চল, ক্ষুদ্র দৈত্য সম,
সগরবে নিরুত্তরে।
সপ্ত জিহ্বাত্মক বহ্নি, কুমারী উত্তরে,
জ্বলিছে বাড়বকুণ্ডে নিবিড় কাননে।
মহাতেজস্কর অগ্নি ! সলিল হইতে
উঠিতেছে মহাদর্পে ঘোর গরজনে।

* পক্ষিবিশেষ। ইহার দীর্ঘ পুচ্ছ শ্বেতবর্ণ চন্দ্রকরাশিতে ভূষিত।

একপার্শ্বে নদী জ্যোতির্ম্ময়ী,
প্রবাহিত, প্রপূরিত উগ্রানলে সদা !
মধ্যদেশে চন্দ্রনাথ ; তাহার উত্তরে
আবার জ্বলিছে অগ্নি, লবণাক্ষ ;
সূর্য্যকুণ্ডে সূর্য্যপ্রভ দেব বৈশ্বানর,
বিরাজিত। কিন্তু ব্রহ্মকুণ্ডে ওই, মরি
কি বিস্ময় ! গিরিশৃঙ্গে নিত্য নির্ঝরিণী !
নাহি অগ্নি, তবু কুণ্ড উত্তপ্ত সলিল
পূর্ব্বে সুমধুর কলে
ঝরিছে সহস্রধারা স্রোত মনোহর,
উচ্চ ভীম শৃঙ্গ হতে সহস্র ধারায়,
মরি যেন গিরিমূলে অনন্ত বরিষা।
দেখিনু সম্মুখে এক অপূর্ব্ব কানন,
শ্যামল ভূধর শৃঙ্গে—নিরজন দেশ,
কৈলাসপ্রতিমারণ্য। বেষ্টিয়া স্তবকে
চক্রাকার গিরিশৃঙ্গ, শোভিছে চৌদিকে
নিবিড় চম্পকবন। ফুটেছে চম্পক,
নানা জাতি পুষ্পসহ, পত্রের মাঝারে,
সৌরভে মধুপ মত্ত, প্রমত্ত পবন।
ঘনশ্যাম দূর্ব্বাদলে পড়েছে খসিয়া
অগণ্য কুসুমরাশি, অম্লান. অবাসি ;
রেখেছে খুলিয়া, অঙ্গ-আভরণ যেন।
সেই পুষ্পরাশি মাঝে ভ্রান্ত কুরঙ্গিণী
বসেছে কুরঙ্গসহ মুখে মুখ দিয়া।

আনন্দে শাবকগণ নাচিছে ছুটিছে
আস্ফালিয়া ক্ষুদ্র শৃঙ্গ, পত্রের মর্ম্মরে
উঠাইছে কর্ণ কভু চমকি সভয়ে।
কোথায় শশকবৃন্দ পাদপ-ছায়ায়
বিশ্রামিছে, রাশীকৃত শ্বেতপুষ্পে যেন
বনদেবী পূজিয়াছে তরুমূল, কিংবা
ফুটিয়াছে যেন শ্বেত স্থলপদ্মরাশি
উজলি কানন! জ্বলে রক্ত নেত্র; জ্বলে
সূর্য্যমণি-শিলা যথা রবির কিরণে,
ব্যাস-সরোবর তীরে দাঁড়াইয়া আমি।
অদূরে চন্দ্রশেখর—জ্যোতির্ম্ময় ঋষি
যেন মহাধ্যানে রত।

আরোহি দুর্গম
পথ, অবসন্ন যাত্রী পায় দরশন
চন্দ্রশেখরের অভ্রভেদী শৃঙ্গবর।
কিন্তু দরশন মাত্র জুড়ায় নয়ন
পথিকের, মরি শৃঙ্গ কিবা মনোহর।
বিশাল বিটপি-বট চন্দ্রাতপ-তলে,
নির্জ্জনে, বসিয়া এই শীতল ছায়ায়,
যেদিকে ফিরাবে আঁখি মহাপ্রদর্শন।
প্রকৃতির অনর্গল অনন্ত ভাণ্ডার।
পশ্চিমে নীলাম্বুরাশি—অনন্ত, অসীম,
অনন্ত নীরজশোভা রেখেছে খুলিয়া,
মধ্যাহ্নরবির করে। নাচিছে গাইছে

সিন্ধু, জ্বলিছে, নিবিছে। হাস্যময় বারি;
ক্রীড়াশীল, ব্রীড়াশীল, কৌতুক-আবহ।
কৌতুকে অনন্তকর তুলিয়া ঈষদ,
প্রণমে চন্দ্রশেখরে। কৌতুকে শেখর,
অসংখ্য বিটপি-ভুজে করে আশীর্ব্বাদ,
শ্যামল পল্লব-কর করি সঞ্চালন।
কে বলে কেবল রত্ন রত্নাকর তলে?
কত রত্নরাশি, কত রত্নের লহরী,
পর্ব্বতপ্রতিম, রত্ন ঝলসে উপরে,
মধ্যাহ্ন-ভাস্করে। পূর্ব্বে বিস্তারিয়া কায়,
অনন্ত পার্থিব রাজ্য—বিচিত্র বসুধা।
শোভে গ্রাম সারি সারি বিটপী সজ্জিত,
পীত শস্যক্ষেত্র মাঝে, উপবন মত;—
শ্যাম দ্বীপপুঞ্জ যেন হরিত সাগরে।
তরুসনে তরুগণ অঙ্গ মিশাইয়া,
আলিঙ্গিয়া পরস্পরে অসংখ্য শাখায়,
শোভিতেছে স্থানে স্থানে, নানা অবয়বে—
প্রকৃতির চারু উপবন। শোভিতেছে মাঠে
গোপাল, মহিষপাল; যেন নানা বর্ণ
স্থলজ কুসুমরাশি ফুটেছে প্রান্তরে।
তড়াগ দীর্ঘিকাগণ, শোভে অগণন,
প্রবালের ফোটা যেন বসুধা-ললাটে;
ঝল ঝল রবি-করে। প্রবালের হার,
পর্ব্বত বাহিনী দীর্ঘ স্রোতস্বতীচয়।

ব্যাপিয়া নয়নপথ, উত্তরে দক্ষিণে
সুদীর্ঘ-তরঙ্গায়িত পর্ব্বত-লহরী,—
গিরির পশ্চাতে গিরি, অনন্ত শৃঙ্খলে !
প্রকৃতি কৌতুকশীলা আহা মরি, যেন
উপহাসি মহার্ণবে দেখায় ভীষণ
তরঙ্গ-লহরী-লীলা ভূধর-শিখরে,—
অচঞ্চল, অতরল, অমর, অটল।
মধ্যস্থলে চন্দ্রনাথ, ভীষণমূরতি,
প্রকৃতির শৈলসৈন্যে মহারথী যেন,
ভীমকায় বীরবর, সসৈন্যে সজ্জিত
অনন্ত সমুদ্র সহ মহাযুদ্ধে যেন।
আবৃত বিপুল দেহ পাষাণকবচে
দুর্ভেদ্য সজ্জিত তনু অসংখ্য আয়ুধে,
মহামহীরুহে, মহাশিলাখণ্ডচয়ে।
জ্বলিতেছে রোষানল ধক্ ধক্ ধক্
জ্যোতির্ম্ময় অগ্নিশিখা ; মহাযুদ্ধ কালে
নির্গত হইয়া বহ্নি ঘটাবে প্রলয়।'
কিন্তু চন্দ্রশেখরের শিখর উপরে,
নাহি সেই বীরভাব। আহা মরি হেথা,
সকলি মধুর। ওই মধুর অনিলে,
কোমল শ্যামল পত্র মর্ম্মরে মধুরে ;
আরণ্য রসুন-চৌকি নির্জ্জনে মধুরে,
বাজাইছে ঝিল্লি।
দয়েল দিতেছে তাল ; গাইছে কুক্কুট,

স্বনে স্বনে ; বৃক্ষে বৃক্ষে নাচিছে রিশাল।
আজি শিবচতুর্দ্দশী, আজি সুমধুরে,
বামাকণ্ঠ-হুলূধ্বনি ধ্বনিছে পঞ্চমে।

নবীনচন্দ্র সেন।

নিদ্রা।

নাই আর এখন সে মিহির-কিরণ,
তিমির করেছে গ্রাস নিখিল ভুবন।
ঘুমাইছে কুলায় কুলায় পাখিগণ,
বাজে না বিপিনে তেই বাজনা এখন।
বিরত সংসার-কার্য্যে শ্রান্ত নরগণ,
করিছে শয্যায় সবে বিশ্রাম ভজন।
শ্রান্তিবিনাশিনী নিদ্রা নয়নে বসিয়া,
করিছেন শ্রান্তি-নাশ যতন করিয়া,
নাই তাঁর মনে কিছু ভেদাভেদ জ্ঞান,
ছোট বড় সকলেরে ভাবেন সমান ;
ভূপের ভাবনা দূর করেন যেমন,
দীনের মনের দুঃখ হরেন তেমন।
হায় রে! দিবসে কত জননী দুখিনী,
প্রিয়তম-পুত্র-শোকে হয়ে উন্মাদিনী ;

হাহাকারে ভরিয়াছে গগনমণ্ডল,
ঝর ঝর ঝরেছে নয়নে অশ্রুজল ;
মনস্তাপ-নাশিনী নিদ্রার পরশনে,
নাই আর তাদের সে সন্তাপ এক্ষণে,
নাই আর তাদের সে মুখে হাহাকার,
নাই আর নয়নযুগলে জলধার।
কত কত পতিহীনা অভাগিনীগণ,
জ্বলিয়াছে মনের আগুনে অনুক্ষণ,
মলিন-বদনে দুঃখে বসিয়া বিরলে,
করিয়া কপোলদেশ ন্যস্ত করতলে,
সঙ্কুচিত করি দুটি কোমল নয়ন,
পতির মোহিনী মূর্ত্তি করেছে চিন্তন ;
অই দেখ তাদের সে জ্বালাতন মন,
নিদ্রার শীতল ক্রোড়ে জুড়ায় এখন।
বিষয়ের দাস কত বিষয়িনিচয়,
বিষয়-ব্যাঘাতে ছিল ব্যথিতহৃদয় ;
হেট করে মাথা দুটি জানুর ভিতরে,
ভাসিয়াছে কতরূপ চিন্তার সাগরে ;
থেকে থেকে একবার ঊর্দ্ধদৃষ্টি করি,
ছাড়িয়াছে দীর্ঘ শ্বাস পরিণাম স্মরি ;
দেখিয়াছে দশ দিক্ আঁধার দিবসে,
অই দেখ সুস্থ তারা নিদ্রার পরশে।
স্নেহময়ী জননীর সজল নয়ন,
পত্নীর সহস্র গ্রন্থি মলিন বসন,

ক্ষুধাকুল প্রিয়তম তনয়ের মুখ,
দুখরূপ শেলে যাঁর বিঁধিয়াছে বুক,
দয়াময়ী নিদ্রা ওই কর দরশন,
করেছেন যত্নে তার সে শেল মোচন।
অয়ি নিদ্রে! ভবজন-তাপ-নিবারণে,
প্রণিপাত প্রণিপাত তোমার চরণে।
তোমার মতন দুখ-হরণ-তৎপর,
কে আছে কে আছে আর ভুবন-ভিতর?
সম্পদ সক্ষম নয় যে দুঃখ হরণে,
অনায়াসে ঘুচে তাহা তব পরশনে।
সুধাংশুর সুধাময় শীতল কিরণ,
মানস-সরসীজল, মলয় পবন,
নিবারণ করিতে যে জ্বালা নাহি পারে,
স্পর্শ মাত্র নিদ্রে! তুমি দূর কর তারে।
বল নিদ্রে! পরের এমন উপকার,
করিবারে কে করিল সৃজন তোমার?
কাহার আদেশে তুমি প্রতি-রজনীতে,
কর পর-উপকার এসে অবনীতে?
ধন্য ধন্য ধন্য তিনি ধন্য দয়া তাঁর,
এ জগতে তেমন দয়াল নাই আর।
অরে মন! কৃতজ্ঞতা কুসুমের হারে,
কর রে কর রে সদা অর্চ্চনা তাঁহারে।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

গর্ব্বিত রাজার প্রতি।

ভো রাজন্! গর্ব্ব পরিহর ;
স্মর স্মর পূর্ব্ব ভূপগণ-কাহিনী।
তব রূপ নরেশ কত
শাসিত সাগরাম্বরা-ধরা
সম্পদ-মদ-মত্ততায়
ভাবিত তৃণতুল্য অখিল বিশ্বপুর
সে সব ভূপ কোথায় ?
কই বা সে পদ-মদ-মত্ততা ?
সে ক্রোধ-রাগ-রঞ্জিত
লোচন, যাহা বর্ষিত অগ্নি-কণা
দীন অধীন জন প্রতি ;
সে আর্ত্তনাদ শ্রবণ-বধিরা
শ্রুতি ; সে কর্কশভাষিণী
কোমল রসনা ; পরপীড়নোদ্যত
সে করযুগল কোথা হে ?
মৃত্তিকায় ইদানীং পরিণত।
কোন চিহ্ন—যথা সলিলে
লুপ্ত মেঘ-বিম্ব—নাহি ভবমণ্ডলে।
এই যে মম পদ-রেণু,
ছিল ভূপ-শির-অংশ এক দিন।

ধন জন যৌবন সম্পদ
রাজ্য প্রভুত্ব জীবন বিম্বসম।
এ অনিত্য ভবমণ্ডলে,
কিছু নিত্য নহে, কিছু নিত্য নহে।
অন্য করপল্লব হইতে
তব-করযুগলাগত, এ রাজ্য ; পুনঃ
কিছুকাল পরে নিশ্চয়
হবে অন্যদীয় হস্তগামী !

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

কে বলিতে পারে ?

মানুষের অদৃষ্টের বিষম দুর্গমে
প্রবেশিয়া অনায়াসে কে বলিতে পারে
বিপদ ভুজঙ্গ প্রায়, গরলমণ্ডিত কায়
গরজিয়া আসিতেছে হায় ! অভাগারে
দহিতে জন্মের মত দংশিয়া মর্ম্মে ?

২

কিংবা অন্তরালে বসি সৌভাগ্য-সুন্দরী,
সাজিয়া মোহিনী সাজে, ফুলমালা করে,
আসিতেছে ধীরে ধীরে, কনকমুকুট শিরে
বরিতে আদরে, বরে যথা স্বয়ম্বরে
সলাজে কুসুমহারে নারী কুলেশ্বরী।

৩

কে বলিতে পারে এই জীবন-সাগরে,
কখন উঠিবে ঝড় ভীম দুর্নিবার ;
বিপদনীলোর্ম্মিকুল, কাঁপাইয়ে উপকূল ;
উঠিবে গগনপথে, ভেদি পারাবার ;
মগনিবে দেহতরি জলধি-অন্তরে ?

৪

অথবা কখন পূর্ণ সৌভাগ্যের শশী
বিরাজিবে উজ্জ্বলিয়া জলধি হৃদয়,
চন্দ্রের কিরণতলে, হাসিবে তরঙ্গদলে,
চুম্বিয়া শশাঙ্ক চন্দ্র সুখসুধাময়,
বিনাশিবে দুঃখতম হৃদয়েতে পশি ?

৫

পাঠক !—
আজি তুমি অবনীর রাজরাজেশ্বর,
আসীন হীরকময় স্বর্ণসিংহাসনে,
ভাবিতেছ মনে মনে, সামান্য অভাব সনে,

হবেনা সাক্ষাৎ তব এ মর জীবনে,
—প্রণয়, বিষয়, সুখে প্রফুল্ল অন্তর!

৬

জানিলাম মূঢ় তুমি আমার মতন
কি বিশ্বাস ভবিষ্যতে? সম্পদে, সংসারে?
এই স্তূপাকার প্রায়, একটী তরঙ্গ-ঘায়,
কোথায় হইবে লয় কে বলিতে পারে?
রাজার ভবন হবে বিজন কানন।

৭

কিংবা যদি নিরাশ্রয়, দীন অসহায়,—
কেন কাঁদিতেছ তুমি ভাসি অশ্রুনীরে?
এই চিন্তা-বিষধরী, এই দুঃখ-বিভাবরী,
কত দিন রবে আর, পোহাবে অচিরে;
দিবেন সুদিন, যিনি দিলেন আমায়।

নবীনচন্দ্র সেন।

নিষ্ফল সৃষ্টি নহে বিধাতার।

আমি ক্ষুদ্র নর ; আমার জীবন
কি ফল শুনিয়া বল ? অনন্ত সংসারে,
অসংখ্য কুসুমমাঝে একটী কুসুম,
—ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র—শোভা—সৌরভবিহীন,
কোথায় সে অরণ্যের নিভৃত কোণায়,
ফুটিয়া ঝরিছে হায় ! অনন্ত নক্ষত্রে,
খচিত অনন্ত ওই গগনের তলে,
অসংখ্য জোনাকিমাঝে একটী জোনাকি
কোথায় যে প্রান্তরের নিভৃত আঁধারে
জ্বলিয়া নিবিছে হায় ! অনন্ত জগতে
সংখ্যাতীত পরমাণু, কোথা যে একটী
ক্ষুদ্রতম পরমাণু রহিয়াছে পড়ি
অনন্ত সিন্ধুর গর্ভে ; অনন্ত সাগরে
অসংখ্য তরঙ্গমাঝে কোথায় নীরবে
ক্ষুদ্র জলবিম্ব এক সিন্ধু বিলোড়নে
ফুটিয়া মিশিছে হায় ; তাহার জীবন
কে জানিতে চাহে বল ? তথাপি তাহারা
এই জ্ঞানাতীত, এই বিস্ময়-পূরিত,
অনন্ত বিশ্বের অংশ। অহো—কি রহস্য !
এই মহা-সৃষ্টি-যন্ত্রে তাহারাও হায় !

কোন গূঢ় কার্য্য ধ্রুব করিছে সাধিত
অচিন্ত্য ; নিষ্ফল সৃষ্টি নহে বিধাতার।
আমি ক্ষীণপ্রাণ ক্ষুদ্র মানব হইতে
হতেছে তেমতি কোন কার্য্যের সাধন
নহে যাহা মম ক্ষুদ্র জ্ঞানের অধীন।
ভাবি যবে এইরূপ, ভাবি যবে মনে,
যেই মহারঙ্গভূমে সৌরজগতের
হতেছে অনন্তব্যাপী মহা অভিনয়
অনন্ত কালের তরে, আমিও তথায়
করিতেছি রূপান্তরে কত অভিনয়
অনন্ত কালের তরে, আত্ম-গরিমায়
ভরে এ হৃদয়,——তখন আমায়
পতঙ্গ বলিয়া আর নাহি হয় জ্ঞান।
তখন—অনন্ত এ অভিনয় স্থানে
অনন্ত এ অভিনয়ে, আমিও অনন্ত
অভিনেতা। এস তবে মধ্যম জীবনে
দাঁড়াইয়া স্থির ভাবে দেখি,——
পশ্চাৎ ফিরিয়া মুখ - দেখি ভবিষ্যৎ
জীবনের ছায়াভূত জীবনদর্পণে।
দেখি তাহে জীবনের কর্ত্তব্যের রেখা
পড়িয়াছে কোন্‌রূপ ; জীবন-তরণী
সেই রেখা অনুসারে দিব ভাসাইয়া।
ঝটিকা-তাড়িত যেই অরণ্য-অর্ণব,
বিশাল ভূধর মালা হইয়াছে পার,

দেখিয়া হৃদয়ে———পাইব শকতি।
দেখিয়াছি মেঘভাঙ্গা জ্যোৎস্নার মত।
যেই সুখ স্নেহ মুখ নির্ম্মল শীতল,
করিবেক ভবিষ্যৎ আশায় পূরিত।
এস তবে————রাখিব লিখিয়া
প্রশস্ত হৃদয়ে তব,
মম ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্র ইতিহাস,—
শক্রর অযথা নিন্দা, মূর্খতা মিত্রের,
সত্যের বিমলালোকে হইবে বিনাশ।

নবীনচন্দ্র সেন।

ভোর নিশীথে।

কি ঘোর গভীর নিশি! আঁধার-সাগরে
মগ্ন ধরা; চারিদিক্ এমনি সুস্থির,
অগাধ জলধি-তলে—শৈবাল-কুহরে
কীটাণু নিবসে যথা,—আমি সেইরূপ
আঁধার-সাগরগর্ব্ভে—আপন কুটীরে
ডুবে আছি;—পরিজন সকলে নিদ্রিত!
কি ঘোর নিস্তব্ধ দিক! নিরাশ অকাশে,
অদৃশ্য প্রহরী কেহ যেন ঘোর রবে

ফুকারিছে—সাঁ সাঁ করে ; বিশ্ব চমকিত !
কে আমি ? পড়িয়ে এই জলধির তলে
সভয়ে জিজ্ঞাসা করি—কে আমি রজনি !
ভূতধাত্রি ! গিরি, নদী, গ্রাম, জনপদ,
তরুলতা, জীবজন্তু, কোটি কোটি লয়ে
ফিরিতেছ আগে শুনি—কে তুমি ? ধরণি !
এ বিশ্বে ত রেণু তুমি ! - তবে আমি কোথা !
কল্পনে ! ভারতি ! স্মৃতি !—মোর প্রিয় ধন !
তোমরা কি ?—করি আমি কার অহঙ্কার !
আমি কই ?—এই বিশ্বে যাই যে মিলায়ে !
বিশ্বদেব ! তুমি তবে কিরূপ অদ্ভুত !
কি জানি ? কীটাণু হয়ে রেণুকণা মাঝে
পড়ে আছি আমি দেব, কি আর বর্ণিব
তব কথা ! কোটি বিশ্ব, কোটি চন্দ্র তারা,
কোটি পৃথ্বী, কোটি জীব, স্তব্ধ যার ভয়ে,
সেই তুমি ! আমি কীট কি আর বর্ণিব !
কিবা বুঝি ! একে মুর্খ, তাহে অহঙ্কৃত,
তব তত্ত্ব তত্ত্বাতীত ! কি আর বর্ণিব !
বাঁধিয়া বুদ্ধির সেতু ভাবি আগুলিব
অনন্ত স্বরূপ তব ; তুমি পদাঘাতে
ভাঙ্গি সেতু, শত দ্বারে যবে এই হৃদে
এসে পড় ডুবে যাই, বলি—হে অপার
অনন্ত কি, তুমি জান ; আমি ক্ষুদ্র কীট,
আমি ক্ষুদ্র কীট প্রভু ! কি তার বুঝিব !

তর্ক ছাড়ি মূর্খ হয়ে সহজ দৃষ্টিতে
দেখি যবে, দেখি বিশ্বদেব! প্রাণরূপে
বিরাজিত; প্রাণরূপী অন্তর বাহিরে!
প্রাণরূপে বিরাজিত সবিতৃ-মণ্ডলে,
গ্রহচক্রে, বিশ্বধামে, দ্যুলোকে, ভূলোকে!
আমি মূঢ় ভয়ে স্তব্ধ;—আমি নীচ-মতি
ভয়ে স্তব্ধ: আমি দেব! আপনা নেহারি
ভয়ে স্তব্ধ; ক্ষুদ্র নর, অধম নিকৃষ্ট,
ক্ষুদ্রাশয়, ক্ষুদ্রস্পৃহ, আমি কি বর্ণিব
প্রাণরূপী ভগবান্! তোমার স্বরূপ!
এই যে আঁধার ইহা তব স্নেহ-ছায়া,
ঢেকেছ আমারে,—যথা মাতা বিহগিনী
আপন শাবকে ঢাকে; ঢেকেছ আমারে
প্রাণ-বাসে—তবে আমি লুকাই জননি!
লুকাই তোমার ক্রোড়ে;—জগতের ঘৃণা,
লোকের বিদ্বেষ, নিন্দা, আর কি ধরিতে
পারে মোরে? চেয়ে দেখ দেখ ধরাবাসী!
জননীর ক্রোড়নীড়ে লুকাল সন্তান।

শিবনাথ ভট্টাচার্য্য

জয়ন্ত ও রুদ্রপীড়ের যুদ্ধ ।

রুদ্রপীড়ে কিছুক্ষণ,
করি দৃঢ় নিরীক্ষণ,
কহে, “হে দানবপুত্র, বহুদিন পরে,
আবার সমর-রঙ্গে,
ভেট হৈল তব সঙ্গে,
নৈমিষকাননে আজ ধরণী-উপরে ॥
ছিল যে দুঃখিত মন
না পরশি প্রহরণ,
দানব-সংহতি রণে ক্রীড়ন অভাবে,
তোমার সহিত ভেটে,
আজি সেই দুঃখ মেটে,
চিরক্ষোভ জয়ন্তের আজি সে জুড়াবে ॥
যুঝিতে না লয় চিতে,
কে আর জানে যুঝিতে,
পতঙ্গ সহিত যুদ্ধে নাহি পূরে আশ !
হস্তী যদি দন্ত-বলে
গিরি অঙ্গ নাহি দলে,
অনর্থ তবে সে তার সামর্থ্য প্রকাশ !
সুরবৃন্দে বড় লাজ
গত যুদ্ধে দিলা, আজ
সে আক্ষেপে মনোসাধে পূর্ণাহুতি দিব ;

বাসব-নন্দন-বল,
সুরের রণ-কৌশল,
ভুলিলা, দানব-সুত, পুনঃ চেতাইব॥
রুদ্রপীড় তব সনে,
সুখ বটে যুঝি রণে,
বীর কিন্তু নহ এবে হয়েছ তস্কর ;
মনে তাই ঘৃণা বাসি,
সমরে তোমারে নাশি,
সে সুখ এখন আর পাবে না অন্তর॥
এ সব মশক-বৃন্দে,
কি আর হইবে নিন্দে,
শালতরু পা(ড়ি)লে ছিন্ন কে করে কদলি
তোমার সমর সাধ,
আমার চিত্তের সাধ,
ইন্দ্রের বাসনা অদ্য পূরাব সকলি॥"
রুদ্রপীড় ক্রোধে দহে,
বাসব-নন্দনে কহে,
"তুই কি জানিবি বল সমরের প্রথা ?
বীরের উচিত ধর্ম্ম,
বীরের উচিত কর্ম্ম,
বৃত্রের নন্দনে কভু না হবে অন্যথা॥
সংগ্রামে জিনেছি স্বর্গ,
সমস্ত অমর-বর্গ
এখন সে অতি তুচ্ছ দানবের দাস ;

ইন্দ্রের বনিতা যেই,
দাসের বনিতা সেই,
উচিত নহে সে ছাড়ে প্রভুপত্নী পাশ ॥
কি যুদ্ধ আমায় দিবি,
যুদ্ধ কি তা কি জানিবি,
জানে সে জনক তোর বাসব কিঞ্চিৎ ;
জানে সে অমরগণ,
অসুরের কিবা রণ,
আছিল পাতালে প'ড়ে হারায়ে সম্বিত ॥
লজ্জা নাহি চিতে আসে,
নিন্দা কর হেন ভাষে
যে জন ত্রৈলোক্যজয়ী বৃত্রের কুমার ?
হারায়েছি শত বার,
হারাইব আর বার,
তুই সে নির্লজ্জ বড় ছুঁইবি আবার
সেই দীপ্ত হুতাশন ?
ভয়ে যার অদর্শন
হয়েছিলি এতকাল, হুতাশে কোথায় !
ধর্ অস্ত্র, কর্ রণ,
বল্ যুদ্ধে সম্ভাষণ
সাহস ধরিয়া প্রাণে করিবি কাহায় ?”
“বৃথা বাক্যে কাল যায়,
সকলে একত্রে আয়,”
কহিলা জয়ন্ত, “যুদ্ধ দেখ্ রে দানব।

ধর অস্ত্র শত যোধ,
"এখনি পাইবে বোধ,
বাসবনন্দন তুল্য বিজয়ী বাসব।"
বলি কৈলা সিংহনাদ,
দৈত্যের শঙ্খের হ্রাদ,
অরণ্য আলোড়ি শূন্য করিল বিদার।
শতযোদ্ধা একিবার,
কোদণ্ডে দিল টঙ্কার,
মেঘের নিনাদে ঘোর ছাড়িল হুঙ্কার॥
অন্য শব্দ সব স্তব্ধ,
দেবদৈত্যে যুদ্ধারব্ধ,
কেবল হুঙ্কারধ্বনি বাণের গর্জ্জন
আন্দোলিত হয় সৃষ্টি,
সুরাসুরে শরবৃষ্টি,
শৈলেতে শৈলেতে যেন সদা সংঘর্ষণ।
দ্রুঘণ, মুষল, শল্য,
প্রক্ষেড়ন, চক্র, ভল্ল,
দৈত্যের নিক্ষিপ্ত অস্ত্র বরিষে করকা।
জয়ন্তের শররাশি,
চমকে তমসা নাশি,
অন্তরীক্ষে ধায় যেন নিক্ষিপ্ত তারকা॥
কেশরী শার্দ্দূল দল,
শুনিয়া সে কোলাহল,
ভ্রমে ভয়ে ছাড়ি বন, পর্ব্বত-গহ্বর।

বিহঙ্গ জড়ায়ে পাথা,
ত্রাসেতে ছাড়িয়া শাথা
খসিয়া খসিয়া পড়ে ধরণী উপর ॥
ধূলিতে ধূলিতে ছন্ন,
অভেদ নিশি মধ্যাহ্ন,
উদ্গীরিল বিশ্বম্ভরা গর্ব্বস্থ অনল।
অসুর জয়ন্ত-ক্ষিপ্ত
শেল, শূল, শর দীপ্ত,
ঘাত প্রতিঘাতে ছিন্ন কৈল নভস্তল ॥
ধরাতল টল টল,
নদীকুল কল কল,
ডাকিয়া, ভাঙ্গিয়া রোধ, করিল প্লাবন
ঘুরিতে লাগিল শূন্য,
শৈলকুল হৈল ক্ষুণ্ণ,
চূর্ণ চূর্ণ হয়ে দিগ্‌দিগন্তে পতন।
হেন যুদ্ধ দেবাসুরে,
হয় অৰ্দ্ধ দিন পূরে,
তখন জয়ন্ত, করতলে দীপ্ত-অসি,
ছুটে যেন নভস্বৎ,
কিংবা ক্ষিপ্তগ্রহবৎ,
পড়িল বেগেতে দৈত্য-মণ্ডলী ঝলসি ॥
যথা সে অতলবাসী,
তিমি তুলি জলরাশি,
সাগর আলোড়ি করে পুচ্ছের প্রহার,

যবে যাদঃপতি জলে,
ভ্রমে ভীম ক্রীড়াচ্ছলে,
উত্তুঙ্গ পর্ব্বতপ্রায় দেহের প্রসার ;
ক্রোশ যুড়ি শুষি বারি,
আবার ফেলে উগারি,
দূর অন্তরীক্ষে, বেগে ছাড়িয়া নিশ্বাস ;
নাসিকায় উৎক্ষেপণ,
অম্বুরাশি অনুক্ষণ,
অস্থির অম্বুধিপতি ভাবিয়া সন্ত্রাস ॥
কিংবা গিরিশৃঙ্গ রাজি,
মধ্যে যথা তেজে সাজি,
ক্ষণপ্রভা খেলে রঙ্গে করি ঘোর ঘটা,
খেলে রঙ্গে ভীমভঙ্গি,
শিখর শিখর লঙ্ঘি,
শৈলে শৈলে আঘাতিয়া স্থূল তীক্ষ্ণ ছটা ;
নিমেষে নিমেষ ভঙ্গ,
দগ্ধ গিরি-চূড়া অঙ্গ,
অদ্রিকুল ভয়াকুল ছাড়ে ঘোর রাব ;
বেগে দীপ্ত গিরিকায়,
বিদ্যুৎ আবার ধায়,
ছড়ায়ে জলন্ত শিখা উল্লাসিত-ভাব ॥
জয়ন্ত তেমতি বলে
দানব-যোদ্ধায় দলে,
রুদ্রপীড় সহ দৈত্যবর্গে ভীম দাপে।

পূর্ণ দেব-দিনমান,
অস্তাচলে সূর্য্য যান,
বিস্মিত দানবগণ জয়ন্ত-প্রতাপে ॥
তখন বৃত্রতনয়,
জয়ন্তে সম্ভাষি কয়,
"ক্ষান্ত হও ক্ষণকাল যুদ্ধ পরিহরি।
সূর্য্য হের অস্তগত,
যুদ্ধ কৈলা অবিরত,
বিশ্রাম করহ এবে আইল শর্ব্বরী ॥
প্রভাতে আবার শুন,
সমরে পশিব পুনঃ,
না ধরিব প্রহরণ থাকিতে রজনী।
বীর-বাক্য সুনিশ্চয়,
যুদ্ধে তব পরাজয়,
নহে যে অবধি, শচী থাকিবে অবনী ॥"
জয়ন্ত কহিলা ভাব,
"যথা তব অভিলাষ,
আমার না হৈল শ্রান্তি, শ্রান্তি যদি তব,
কর গে বিশ্রাম-লাভ,
আমার সমান ভাব,
দিবস রজনী মম তুল্য অনুভব ॥
ধর অস্ত্র নাহি ধর,
এ রজনী, দৈত্যবর,
আমার সমর-বেশ থাকিবে এমনি,

যখন বাসনা হয়,
শুন হে বৃত্র-তনয়,
সময়ে ডাকিও, থাকে না থাকে রজনী ॥
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

...র সন্ন্যাস।

চৈতন্যের জীবনচরিতে দেখা যায় যে, নবদ্বীপবাসী জগন্নাথ মিশ্রের দুই পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠের নাম বিশ্বরূপ ও কনিষ্ঠের নাম চৈতন্য। বিশ্বরূপ পূর্ব্বেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া, সংসার পরিত্যাগ করেন। তদবধি পাছে চৈতন্যও তাঁহার জ্যেষ্ঠের পদবীর অনুসরণ করেন, এই আশঙ্কায় পুত্রবৎসলা শচী সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠিতা থাকিতেন। ইতিমধ্যে কেশব ভারতী নামে একজন সন্ন্যাসী গঙ্গাতীরে উপস্থিত হন, চৈতন্য গোপনে তাঁহার নিকট সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, নবদ্বীপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক হরিনাম প্রচারার্থে দেশ ভ্রমণে বহির্গত হন। শচী আদর করিয়া চৈতন্যকে নিমাই বলিয়া ডাকিতেন।

আজ শচী মাতা কেন চমকিলে
ঘুমাতে ঘুমাতে উঠিয়া বসিলে ?
লুণ্ঠিত অঞ্চলে, নিমু নিমু বলে
দ্বার খুলি মাতা কেন বাহিরিলে ?

বউমা ! বউমা ! ঘুমায়ো না আর।
উঠ অভাগিনি ! দেখ একবার ;
প্রাণের নিমাই বুঝি ঘরে নাই,
বুঝি বা পালাল, করি অন্ধকার !
তাই বটে হায় ! বধূ একাকিনী
রয়েছে নিদ্রিত সরলা কামিনী ;
"শূন্য পড়ি ঘর কোথা প্রাণেশ্বর !
গেছে গেছে" করে উঠে বিনোদিনী
সে কি বল বউ ! ওমা সে কি কথা !
হা মোর নিমাই পলাইল কোথা !
পাগলিনীপ্রায়, দ্বারে গিয়া হায় !
নাম ধরে কত ডাকিলেন মাতা।
ডাকেন জননী নিমাই ! নিমাই !
প্রতিধ্বনি বলে নাই নাই নাই ;
ডাকিছেন যত শোক-সিন্ধু তত
উথলিয়া উঠে ! কোথারে নিমাই !
গভীর নিশীথে দূর গ্রামান্তরে,
সেই প্রতিধ্বনি যাই যাই করে ;
ভাবেন জননী আসে গুণমণি
ডাকেন উৎসাহে হরিষ অন্তরে,
নিমাই ! নিমাই ! হা মাতা সরলে !
পাগলিনী হলে সকলেই ছলে ;
কাঁদ মা জননি ! তব গুণ-মণি
আঁধারে লুকায়ে ওই গেল চলে !

ওই গেল চলে পাগলের প্রায় ;
জাননা ত' মাতা কে তারে লয়ে যায়
উন্নত আকাশে খধূপ প্রকাশে
আপনার বেগে সে কি সেথা যায় ?
প্রবল আগুন জ্বলিছে ভিতরে,
আর তারে হেথা কেবা রাখে ধরে ?
তাই মহাবেগে যায় অনুরাগে
পাপী জগতের পরিত্রাণ তরে !
ধরেছ জঠরে তাই বলে তারে,
পার কি রাখিতে আপন আগারে ?
যে কায সাধিতে আসা অবনীতে
নিলেন ঈশ্বর সে কাযে তাহারে।
নদীয়াতে ছিল তোমার নিমাই,
আজি সে হইল পাপীদের ভাই,
জগতের তরে সে যে প্রাণ ধরে,
বুঝিলে না মাতা কাঁদিতেছ তাই।
শচী মাতা কাঁদে ঘর ফেটে যায়,
বিষ্ণুপ্রিয়া দ্বারে পুতলীর প্রায়,
দাঁড়ায়ে ললনা, বিষণ্ণ-বদনা
বিন্দু বিন্দু অশ্রু পড়িতেছে পায়।
কেঁদনা লেখনি ! করবে বর্ণনা,
স্নেহময়ী মার যে ঘোর যাতনা।
কাটা ছাগী মত ধড় ফড় কত
করিছেন মাতা হারায়ে চেতনা।

বধূ নিজমুখ মুছিছে অঞ্চলে,
আর হস্তে ঠেলে মাগো মাগো বলে ;
শোকের সাগরে দুটি নারী মরে।
উঠ প্রতিবাসী ! উঠগো সকলে।
কেঁদনা লেখনি ! পেও নারে ভয়,
লোকে ত বলিবে নিমাই নির্দ্দয়,
তুমি কি জানিবে তুমি কি বুঝিবে
আমি ত জানিনা কিসে কি যে হয় !
রজনী পোহাল দিক্ প্রকাশিল ;
শচীর ক্রন্দন গগনে উঠিল ;
উঠি প্রতিবাসী ত্বরা করি আসি
কি হইল বলি দ্বারেতে ডাকিল।
ঘরে আসি দেখে সে ঘর আঁধার
সে প্রসন্ন মুখ সেথা নাহি আর !
শিরে কর দিয়ে, পড়িল বসিয়ে
হায় কি হইল ! মুখেতে সবার।
এ দিকেতে গোরা নিজ বেগে ধায়,
কেশব ভারতী আছেন যথায়।
হরি গুণ গান করি পথে যান,
প্রেমের সাগর উথলিয়া যায়
নিশিতে ডাকিলে লোকে ধায় যথা,
নিজ মনে গোরা চলিয়াছে তথা ;
পাপীর ক্রন্দন করিছে শ্রবণ
আর বার ভাবে জননীর কথা।

বলেন সঘনে কোথা দয়াময় !
রহিল জননী করো যাহা হয়।
আমি দ্বারে দ্বারে খুঁজিব তোমারে
এদেহে জীবন যত কাল রয়।
নির্ম্মল প্রকৃতি সরলা যুবতী
ঘরে আছে জায়া পতিব্রতা সতী,
তারে দয়া করি, তবে দেখো হরি !
করো করো নাথ তাহার সদ্গতি।
প্রিয় নবদ্বীপ ! প্রিয় ভাগীরথি !
ছেড়ে যাই আমি দেও অনুমতি !
হরি সংকীর্ত্তনে তোমা দুই জনে
জুড়ায়েছি আমি যেমন শকতি।
প্রিয় হরি নাম, ঘুষিব বিদেশে.
দ্বারে দ্বারে যাব ভিখারীর বেশে,
নিজে পায়ে ধরি ভজাইব হরি,
হরিনামে পাপী ঘুচাইবে ক্লেশে।
এত বলি গোরা নদে ছাড়ি যায় ;
নদেপুরী শোকে করে হায় হায় !
কারে কি যে কর জান হে ঈশ্বর
দেখে শুনে কবি হতবুদ্ধি প্রায়।

শিবনাথ ভট্টাচার্য্য

জীবন-সঙ্গীত।

বলো না কাতর স্বরে, বৃথা জন্ম এ সংসারে,
এ জীবন নিশার স্বপন,
দারা পুত্র পরিবার তুমি কার কে তোমার
বলে জীব ক'রো না ক্রন্দন।
মানব-জনম সার এমন পাবে না আর
বাহ্যদৃশ্যে ভুলো না রে মন।
কর যত্ন হবে জয় জীবাত্মা অনিত্য নয়
অহে জীব কর আকিঞ্চন।
ক'রো না সুখের আশ, প'রো না দুঃখের ফাঁস
জীবনের উদ্দেশ্য তা নয়;
সংসারে সংসারী সাজ কর নিত্য নিজ কায
ভবের উন্নতি যাতে হয়।
দিন যায় ক্ষণ যায়, সময় কাহারো নয়
বেগে ধায় নাহি রহে স্থির;
সহায় সম্পদ বল সকলি ঘুচায় কাল
আয়ুঃ যেন শৈবালের নীর।
সংসার-সমরাঙ্গনে যুদ্ধ কর দৃঢ় পণে
ভয়ে ভীত হয়ো না মানব;
কর যুদ্ধ বীর্য্যবান্, যায় যাবে যাক্ প্রাণ
মহিমাই জগতে দুর্ল্লভ।

মনোহর মূর্ত্তি হেরে অহে জীব অন্ধকারে
ভবিষ্যতে ক'রো না নির্ভর;
অতীত সুখের দিনে পুনঃ আর ডেকে এনে
চিন্তা ক'রে হয়ো না কাতর।
সাধিতে আপন ব্রত স্বীয় কার্য্যে হও রত
এক মনে ডাক ভগবান্;
সঙ্কল্প সাধন হবে ধরাতলে কীর্ত্তি রবে
সময়ের সার বর্ত্তমান।
মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে ক'রে গমন
হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়;
সেই পথ লক্ষ্য ক'রে স্বীয় কীর্ত্তি ধ্বজা ধ'রে
আমরাও হবো বরণীয়।
সময়-সাগর-তীরে পদাঙ্ক অঙ্কিত ক'রে
আমরাও হব হে অমর;
সেই চিহ্ন লক্ষ্য ক'রে অন্য কোন জন পরে
যশোদ্বারে আসিবে সত্বর।
ক'রো না মানবগণ বৃথা ক্ষয় এ জীবন
সংসার-সমরাঙ্গন-মাঝে;
সঙ্কল্প করেছ যাহা, সাধন করহ তাহা
রত হয়ে নিজ নিজ কাজে।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ডেকে আন্।

পথ ভুলে গিয়াছিল, আবার এসেছে ফিরে,
দাঁড়ায়ে রয়েছে দূরে, লাজে ভয়ে নত শিরে ;
সম্মুখে চলে না পদ, তুলিতে পারে না আঁখি,
কাছে গিয়ে, হাত ধরে, ওরে তারে আন্ ডাকি।

ফিরাস্‌নে মুখ আজ নীরব ধিক্কার করি,
আজি আন্ স্নেহ-সুধা লোচন বচন ভরি।
অতীতে বরষি ঘৃণা কিবা আর হবে ফল?
আঁধার ভবিষ্য ভাবি, হাত ধরে লয়ে চল্।

স্নেহের অভাবে পাছে এই লজ্জানত প্রাণ
সঙ্কোচ হারায়ে ফেলে—আন্ ওরে ডেকে আন্!
আসিয়াছে ধরা দিতে, শত স্নেহ-বাহু-পাশে
বেঁধে ফেল্ ; আজ গেলে আর যদি না ই আসে।

দিনেকের অবহেলা, দিনেকের ঘৃণাক্রোধ,
একটী জীবন তোরা হারাবি জীবন শোধ।
তোরা কি জীবন দিবি ? উপেক্ষা যে বিষবাণ,
দুঃখ-ভরা ক্ষমা লয়ে, আন্, ওরে ডেকে আন্।

কামিনী সেন।

চাহিবে না ফিরে ?

পথে দেখে', ঘৃণাভরে, কত কেহ গেল সরে',
উপহাস করি কেহ যায় পায়ে ঠেলে ;
কেহ বা নিকটে আসি, বরষি গঞ্জনারাশি
ব্যথিতেরে ব্যথা দিয়া যায় শেষে ফেলে'

পতিত মানব তরে নাহি কিগো এসংসারে
একটী ব্যথিত প্রাণ, দুটী অশ্রুধার,
পথে পড়ে' অসহায়, পদে তারে দলে' যায়
দুখানি স্নেহের কর নাহি বাড়াবার ?

সত্য, দোষে আপনার চরণ স্খলিত তার ;
তাই তোমাদের পদ উঠিবে ও শিরে ?
তাই তার আর্ত্তরবে সকলে বধির হবে,
যে যাহার চলে' যাবে—চাহিবে না ফিরে ?

বর্ত্তিকা লইয়া হাতে, চলেছিল এক সাথে,
পথে নিবে গেল আলো, পড়িয়াছে তাই ;
তোমরা কি দয়া করে', তুলিবে না হাত ধরে,
অর্দ্ধদণ্ড তার লাগি থামিবে না, ভাই ?

তোমাদের বাতি দিয়া, প্রদীপ জ্বালিয়া নিয়া,
তোমাদেরি হাত ধরি' হোক্ অগ্রসর ;
পঙ্ক মাঝে অন্ধকারে ফেলে যদি যাও তারে,
আঁধার রজনী তার রবে নিরন্তর।

কামিনী সেন।

সুখ।

নাই কিরে সুখ? নাই কিরে সুখ?—
এ ধরা কি শুধু বিষাদময়?
যাতনে জ্বলিয়া কাঁদিয়া মরিতে
কেবলি কি নর জনম লয়?—

কাঁদাতেই শুধু বিশ্বরচয়িতা
স্বজেন কি নরে এমন করে'?
মায়ার ছলনে উঠিতে পড়িতে
মানব জীবন অবনী'পরে?

বল্ ছিন্ন বীণে, বল উচ্চৈঃস্বরে,—
না,—না,—না,—মানবের তরে
আছে উচ্চ লক্ষ্য, সুখ উচ্চতর,
না স্বজিলা বিধি কাঁদাতে নরে।

কার্য্যক্ষেত্র ওই প্রশস্ত পড়িয়া,
সমর-অঙ্গন-সংসার এই,
যাও বীরবেশে কর গিয়ে রণ ;
যে জিনিবে সুখ লভিবে সেই।

পরের কারণে স্বার্থে দিয়া বলি
এ জীবন মন সকলি দাও,
তার মত সুখ কোথাও কি আছে ?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।

পরের কারণে মরণেও সুখ ;
'সুখ' 'সুখ' করি কেঁদনা আর,
যতই কাঁদিবে, যতই ভাবিবে,
ততই বাড়িবে হৃদয়-ভার।

গেছে যাক্ ভেঙ্গে সুখের স্বপন
স্বপন অমন ভেঙ্গেই থাকে,
গেছে যাক্ নিবে আলেয়ার আলো
গৃহে এস আর ঘুর'না পাকে।

যাতনা যাতনা কিসেরি যাতনা ?
বিষাদ এতই কিসেরি তরে ?
যদিই বা থাকে, যখন তখন
কি কাজ জানায়ে জগৎ ভরে' ?

লুকান বিষাদ আঁধার অমায়
মৃদুভাতি স্নিগ্ধ তারার মত,
সারাটি রজনী নীরবে নীরবে
ঢালে সুমধুর আলোক কত।

লুকান বিষাদ মানব-হৃদয়ে
গম্ভীর নৈশীথ শান্তির প্রায়,
দুরাশার ভেরী নৈরাশ চীৎকার,
আকাঙ্ক্ষার রব ভাঙ্গে না তায়।

বিষাদ—বিষাদ—বিষাদ বলিয়ে
কেনই কাঁদিবে জীবন ভরে' ?
মানবের মন এত কি অসার ?
এতই সহজে নুইয়া পড়ে ?

সকলের মুখ হাসি ভরা দেখে
পারনা মুছিতে নয়ন-ধার ?
পরহিত-ব্রতে পার না রাখিতে
চাপিয়া আপন বিষাদভার ?

আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী'পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

কামিনী সেন।

পুণ্ডরীকের প্রতি শ্বেতকেতু।

"সযতনে সর্ব্ব বিদ্যা শিখাইনু তোরে,
অতুল প্রতিভাবলে অতি অল্পকালে
সকলি শিখিলি ; শ্রম সার্থক আমার।
কিন্তু, বৎস, চিরদিন জানিস্ হৃদয়ে,
অধ্যাপন, অধ্যয়ন নহেরে দুষ্কর ;
দুষ্কর চরিত্রে শাস্ত্র করা প্রতিভাত।
নীতিধর্ম্ম অধ্যয়ন করিলে যেমন,
প্রতি কর্ম্মে প্রতি বাক্যে, প্রতি পাদক্ষেপে
তোমাতে সে সব যেন করে অধ্যয়ন
সর্ব্বলোক। অদ্যাবধি বিস্তীর্ণ সংসারে
ধরি কর্ত্তব্যের পথ চলিবে আপনি।"

কামিনী সেন।

প্রমীলার লঙ্কা প্রবেশ।

রুষিলা দানববালা প্রমীলা রূপসী!
"কি কহিলি, বাসন্তি? পর্ব্বত-গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,

কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি ?
দানব-নন্দিনী আমি ; রক্ষঃ-কুলবধূ ;
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,—
আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে ?
পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভুজ বলে ;
দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি ?”
এতেক কহিয়া সতী, গজপতি গতি,
রোষাবেশে প্রবেশিলা সুবর্ণমন্দিরে।
যথা যবে পরন্তপ পার্থ মহারথী,
যজ্ঞের তুরঙ্গ সঙ্গে আসি উতরিলা
নারীদেশে, দেবদত্তশঙ্খনাদে রুষি,
রণ-রঙ্গে বীরাঙ্গনা সাজিল কৌতুকে ;
উথলিল চারিদিকে দুন্দুভির ধ্বনি ;
বাহিরিল বামাদল বীরমদে মাতি,
উলঙ্গিয়া অসিরাশি কার্ম্মুক টঙ্কারি,
আস্ফালি ফলকপুঞ্জ ! ঝক্ ঝক্ ঝকি
কাঞ্চন-কঞ্চুকবিভা উজলিল পুরী !
মন্দুরায় হ্রেষে অশ্ব, ঊর্দ্ধ কর্ণে শুনি
নূপুরের ঝণঝণি, কিঙ্কিণীর বোলী,
ডমরুর রবে যথা নাচে কালফণী।
বারিমাঝে নাদে গজ শ্রবণ বিদরি,
গম্ভীর নির্ঘোষে যথা ঘোষে ঘনপতি
দূরে ! রঙ্গে গিরি-শৃঙ্গে, কাননে, কন্দরে,
নিদ্রা ত্যজি প্রতিধ্বনি জাগিলা অমনি ;—

সহসা পূরিল দেশ ঘোর কোলাহলে
নৃ-মুণ্ডমালিনী নামে উগ্রচণ্ডা ধনী
সাজাইয়া শত বাজী বিবিধ সাজনে,
মন্দুরা হইতে আনে অলিন্দের কাছে
আনন্দে। চড়িলা ঘোড়া এক শত চেড়ী।
অশ্বপার্শ্বে কোষে অসি বাজিল ঝণঝণি।
নাচিল শীর্ষক চূড়া, দুলিল কৌতুকে
পৃষ্ঠে মণিময় বেণী তূণীরের সাথে।
হাতে শূল, কমলে কণ্টকময় যথা
মৃণাল। হ্রেষিল অশ্ব মগন হরষে,
দানবদলনী-পদ্মপদ-যুগ ধরি
বক্ষে, বিরূপাক্ষ সুখে নাদেন যেমতি!
বাজিল সমরবাদ্য; চমকিলা দিবে
অমর, পাতালে নাগ, নর নর-লোকে!
রোষে লাজভয় ত্যজি সাজে তেজস্বিনী
প্রমীলা। কিরীট-ছটা কবরী উপরি,
হায় রে, শোভিল যথা কাদম্বিনী শিরে
ইন্দ্রচাপ। লেখা ভালে অঞ্জনের রেখা,
ভৈরবীর ভালে যথা নয়নরঞ্জিকা
শশিকলা!
সুলোচনা, কটিদেশে যতনে আঁটিলা
বিবিধ রতনময় স্বর্ণ-সারসনে।
নিষঙ্গের সঙ্গে পৃষ্ঠে দুলিল ফলক,
রবির পরিধি হেন ধাঁধিয়া নয়নে!

হৈমময় কোষে
শোভে খরশাণ অসি ; দীর্ঘ শূল করে ;
ঝলমলি ঝলে অঙ্গে নানা আভরণ ;—
সাজিলা দানব-বালা, হৈমবতী যথা
নাশিতে মহিষাসুরে ঘোরতর রণে
কিম্বা শুম্ভ নিশুম্ভ, উন্মদ বীরমদে।
ডাকিনী যোগিনী সম বেড়িলা সতীরে
অশ্বারূঢ়া চেড়ীবৃন্দ। চড়িলা সুন্দরী
বড়বা নামেতে বামী—বাড়বাগ্নি শিখা !
গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী,
উচ্চৈঃস্বরে নিতম্বিনী কহিলা সম্ভাষি
সখীবৃন্দে ;—"লঙ্কাপুরে, শুন লো দানবি,
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ বন্দীসম এবে।
কেন যে দাসীরে ভুলি বিলম্বেন তথা
প্রাণনাথ, কিছু আমি না পারি বুঝিতে !
যাইব তাঁহার পাশে ; পশিব নগরে
বিকট কটক কাটি, জিনি ভুজবলে
রঘুশ্রেষ্ঠে ;—এ প্রতিজ্ঞা, বীরাঙ্গনা, মম
নতুবা মরিব রণে—যা থাকে কপালে !
দানব-কুলসম্ভবা আমরা দানবী ;—
দানবকুলের বিধি বধিতে সমরে,
দ্বিষৎ শোণিত নদে, নতুবা ডুবিতে !
নাহি কি বল এ ভুজ মৃণালে ?
চল সবে, রাঘবের হেরি বীরপণা।

দেখিব লক্ষ্মণ শূরে ;—নাগপাশ দিয়া
বাঁধি লব বিভীষণে—রক্ষঃকুলাঙ্গারে !
দলিব বিপক্ষ দলে, মাতঙ্গিনী যথা
নলবন। তোমরা লো বিদ্যুৎ-আকৃতি,
বিদ্যুতের গতি চল পড়ি অরিমাঝে।"
নাদিল দানববালা হুহুঙ্কার রবে,
যথা বায়ুসখা সহ দাবানল গতি
দুর্ব্বার, চলিলা সতী পতির উদ্দেশে !
টলিল কনকলঙ্কা, গর্জ্জিল জলধি ;
ঘনঘনাকারে রেণু উড়িল চৌদিকে ;—
কিন্তু নিশা কালে কবে ধূমপুঞ্জ পারে
আবরিতে অগ্নিশিখা ? অগ্নিশিখা তেজে
চলিলা প্রমীলা দেবী বামাবল-দলে।

কতক্ষণে উতরিলা পশ্চিম দুয়ারে
বিধুমুখী। একবারে শত শঙ্খ ধরি
ধ্বনিলা, টঙ্কারি রোষে শত ভীম ধনুঃ,
স্ত্রীবৃন্দ ! কাঁপিল লঙ্কা আতঙ্কে ; কাঁপিল
মাতঙ্গে নিষাদী ; রথে রথী ; তুরঙ্গমে
সাদিবর ; সিংহাসনে রাজা, অবরোধে
কুলবধূ ; বিহঙ্গম কাঁপিল কুলায়ে ;
পর্ব্বত-গহ্বরে সিংহ ; বনহস্তী বনে ;
ডুবিল অতল জলে জলচর যত !

পবন নন্দন হনু ভীষণ-দর্শন,
রোষে অগ্রসরি শূর গরজি কহিলা ;—

"কে তোরা এ নিশাকালে আইলি মরিতে ?
জাগে এ দুয়ারে হনু, যার নাম শুনি
থরথরি রক্ষোনাথ কাঁপে সিংহাসনে !
আপনি জাগেন প্রভু রঘুকুলমণি,
সহ মিত্র বিভীষণ, সৌমিত্রি কেশরী,
শত শত বীর আর—দুর্দ্ধর্ষ সমরে।
কি রঙ্গে অঙ্গনা-বেশ ধরিলি, দুর্ম্মতি ?
জানি আমি নিশাচর পরম মায়াবী।
কিন্তু মায়াবল আমি টুটি বাহুবলে ;—
যথা পাই মারি অরি ভীম প্রহরণে।"
নৃ-মুণ্ড মালিনী সখী (উগ্রচণ্ডা ধনী !)
কোদণ্ড টঙ্কারি রোষে কহিলা হুঙ্কারে,—
"শীঘ্র ডাকি আন্ হেথা তোর সীতানাথে,
বর্ব্বর ! কে চাহে তোরে, তুই ক্ষুদ্রজীবী।
নাহি মারি অস্ত্র মোরা তোর সম জনে
ইচ্ছায়। শৃগাল সহ সিংহী কি বিবাদে ?
দিনু ছাড়ি ; প্রাণ লয়ে পালা, বনবাসী !
কি ফল বধিলে তোরে, অবোধ ? যা চলি,
ডাক সীতানাথে হেথা, লক্ষ্মণ ঠাকুরে,
রাক্ষস-কুল-কলঙ্ক ডাক্ বিভীষণে !
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ—প্রমীলা সুন্দরী
পত্নী তাঁর, বাহুবলে প্রবেশিবে এবে
লঙ্কাপুরে, পতিপদ পূজিতে যুবতী !
কোন্ যোধ সাধ্য, মূঢ় রোধিতে তাঁহারে !"

অঞ্জনা-নন্দন
(প্রভঞ্জন স্বনে যথা) কহিলা গম্ভীরে ;—
"বন্দিসম শিলাবন্ধে বাঁধিয়া সিন্ধুরে,
হে সুন্দরি, প্রভু মম, রবিকুল রবি,
লক্ষ লক্ষ বীর সহ আইলা এ পুরে।
রক্ষোরাজ বৈরী তাঁর ; তোমরা অবলা,
কহ, কি লাগিয়া হেথা আইলা অকালে ?
নির্ভয় হৃদয়ে কহ ; হনূমান আমি
রঘুদাস ; দয়াসিন্ধু রঘুকুলনিধি।
তব সাথে কি বিবাদ তাঁর, সুলোচনে ?
কি প্রসাদ মাগ তুমি, কহ ত্বরা করি ;
কি হেতু আইলা হেথা ? কহ, জানাইব
তব আবেদন, দেবি, রাঘবের পদে !"
উত্তর করিলা সতী,— হায় রে সে বাণী
ধ্বনিল হনূর কাণে বীণাবাণী যথা,
মধুমাথা !—"রঘুবর পতিবৈরী মম ;
কিন্তু তা বলিয়া আমি কভু না বিবাদি
তাঁর সঙ্গে ! পতি মম বীরেন্দ্র-কেশরী,
নিজভুজ-বলে তিনি ভুবনবিজয়ী ;
কি কাজ আমার যুঝি তাঁর রিপু সহ ?
অবলা, কুলের বালা, আমরা সকলে ;
কিন্তু ভেবে দেখ, বীর, যে বিদ্যুৎছটা
রমে আঁখি, মরে নর, তাহার পরশে।
লও সঙ্গে, শূর, তুমি অই মোর দূতী।

কি যাচ্ঞা করি আমি রামের সমীপে
বিবরিয়া কবে রামা ; যাও ত্বরা করি।”
নৃ-মুণ্ডমালিনী দূতী, নৃমুণ্ডমালিনী
আকৃতি, পশিয়া ধনী অরিদলমাঝে,
নির্ভয়ে চলিলা যথা গরুত্মতী তরি,
তরঙ্গনিকরে রঙ্গে করি অবহেলা ;
অকূল সাগরজলে ভাসে একাকিনী।
আগে আগে চলে হনূ পথ দেখাইয়া।
হনূসহ উতরিলা দূতী
শিবিরে। প্রণমি বামা কৃতাঞ্জলিপুটে,
(ছত্রিশ রাগিণী যেন মিলি একতানে !)
কহিলা,—“প্রণমি আমি রাঘবের পদে,
আর যত গুরুজনে ;—নৃমুণ্ডমালিনী
নাম মম ; দৈত্যবালা প্রমীলা সুন্দরী,
বীরেন্দ্র-কেশরী ইন্দ্রজিতের কামিনী,
তাঁর দাসী।” আশীষিয়া, বীর দাশরথি
সুধিলা ;—“কি হেতু, দূতি, গতি হেথা তব ?
বিশেষিয়া কহ মোরে কি কাজে তুষিব
তোমার ভর্ত্রিণী শুভে কহ শীঘ্র করি।”
উত্তরিলা ভীমরূপী,—“বীরশ্রেষ্ঠ তুমি,
রঘুনাথ ; আসি যুদ্ধ কর তাঁর সাথে ;
নতুবা ছাড়হ পথ ; পশিবে রূপসী
স্বর্ণলঙ্কাপুরে আজি পূজিতে পতিরে।
বধেছ অনেক রক্ষঃ নিজভুজবলে ;

রক্ষোবধূ মাগে রণ ; দেহ রণ তারে,
বীরেন্দ্র। রমণী শত মোরা ; যাহে চাহ ;
যুঝিবে সে একাকিনী। ধনুর্ব্বাণ ধর,
ইচ্ছা যদি, নরবর ; নহে চর্ম্ম অসি,
কিংবা গদা, মল্লযুদ্ধে সদা মোরা রত !
যথা রুচি কর, দেব ; বিলম্ব না সহে।
তব অনুরোধে সতী রোধে সখীদলে,
চিত্রবাঘিনীরে যথা রোধে কিরাতিনী,
মাতে যবে ভয়ঙ্করী—হেরি মৃগপালে !
এতেক কহিয়া রামা শিরঃ নোয়াইলা,
প্রফুল্ল কুসুম যথা (শিশিরমণ্ডিত)
বন্দে নোয়াইয়া শিরঃ মন্দ সমীরণে।
উত্তরিলা রঘুপতি ;—"শুন সুকেশিনি ;
বিবাদ না করি আমি কভু অকারণে।
অরি মম রক্ষঃপতি ; তোমরা সকলে
কুলবালা, কুলবধূ ; কোন্ অপরাধে
বৈরিভাব আচরিব তোমাদের সাথে ?
আনন্দে প্রবেশ লঙ্কা নিঃশঙ্ক হৃদয়ে।
জনম রামের, রামা, রঘুরাজ-কুলে
বীরেশ্বর ; বীরপত্নী, হে সুনেত্রা দূতি,
তব ভর্ত্রী ; বীরাঙ্গনা সখী তাঁর যত।
কহ তাঁরে শত মুখে বাখানি, ললনে,
তাঁর পতিভক্তি আমি, শক্তি, বীরপণা—
বিনা রণে পরিহার মাগি তাঁর কাছে !

ধন্য ইন্দ্রজিৎ! ধন্য প্রমীলা সুন্দরী!
ভিখারী রাঘব, দূতি, বিদিত জগতে;
বনবাসী, ধনহীন বিধি বিড়ম্বনে;
কি প্রসাদ, সুবদনে, (সাজে যা তোমারে)
দিব আজি? সুখে থাক, আশীর্ব্বাদ করি।"
এতেক কহিয়া প্রভু কহিলা হনূরে;—
"দেহ ছাড়ি পথ, বলি, অতি সাবধানে,
শিষ্ট আচরণে তুষ্ট কর বামাদলে।"

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

সায়ং চিন্তা।

১

সুশীতল সন্ধ্যানিলে জুড়াতে জীবন,
ডুবাতে দিবস-শ্রম বিস্মৃতি-সলিলে,
ভ্রমিতে ভ্রমিতে ধীরে, উঠিলাম গিরিশিরে,
বাসনা, জুড়াতে স্রোতঃ সম্ভূত অনিলে,
কার্য্য-ক্লান্ত কলেবর, সন্তাপিত মন।

২

রজনীর প্রতীক্ষায় প্রকৃতি সুন্দরী
ললাটে সিন্দুরবিন্দু পরিল তখন,
রবি অস্তমিত প্রায়, সুবর্ণে মণ্ডিতকায়,
উজলিয়া গগনের সুনীল প্রাঙ্গণ,
ভাসিতেছে স্থানে স্থানে রক্ত কাদম্বিনী।

রঞ্জিত আকাশতলে, নীলতরঙ্গিণী
দেখাইছে প্রতিবিম্ব বিমল দর্পণে!
ভাসে তাহে মেঘগণ, কাঁপে তরু অগণন,
নাচিছে হিল্লোলমালা মন্দ সমীরণে,
বহিতেছে গিরিমূল চুম্বিয়া তটিনী।

৪

মনের আনন্দে গায় বিহঙ্গনিচয়;
সুন্দর শ্যামল মাঠে চরে গাভীগণ;
নিরুদ্বেগে তরুতলে, তটিনীর কলকলে,
গাইছে রাখাল-শিশু মধুর গায়ন,—
নাহি কোন চিন্তা, নাহি ভবিষ্যৎ ভয়।

৫

ওই দেখ তরুতলে প্রফুল্ল হৃদয়ে
গাইতেছে উচ্চৈঃস্বরে না জানে কি গায়;—
লতা পাতা জড় করি, কভু ভাঙ্গি পুনঃ গড়ি,
হাসিতে হাসিতে দেখ পড়িছে ধরায়,
হায় রে শৈশবকাল সুখের সময়।

৬

চিন্তা কাল ভুজঙ্গিনী করে না দংশন;
নিরাশ প্রণয়-দুঃখে, দহে না জীবন;
দুরাকাঙ্ক্ষা পারাবার, বিশাল লহরী তার,
খেলে না হৃদয়ে; আহা! জানে না এখন,
মানব-জনম তার, দাসত্ব-জীবন।

হাস হাস হাস শিশু! নহে দিন দূর,
সংসার-সাগর-পারে বসিয়ে যখন,
বিষাদ-তরঙ্গমালা, গণিতে গণিতে কালা,
হইবে প্রফুল্ল মুখ; জানিবে তখন,
নির্ম্মল শৈশবক্রীড়া সুখের স্বপন।

৮

আমিও ইহার মত ছিলাম নির্ম্মল,
ছিলাম পরম সুখে সুপ্রসন্ন মনে,
আমার জীবন-কলি, (দিতে সুখে জলাঞ্জলি)
কে ফুটা'ল, পোড়াইতে ভীম হুতাশনে?
কে সুখ-সাগরে মম মিশা'ল গরল?

৯

কেন বা ফুটিল মম জ্ঞানের নয়ন,
কেনই বিবেক-শক্তি হ'ল বিকসিত,
উথলিতে অভাগার, শোকসিন্ধু অনিবার,
নিজ হীন অবস্থায় করিতে দুঃখিত,
কেনই ভাঙ্গিল মম শৈশব স্বপন।

নবীনচন্দ্র সেন।

কাল।

অনন্ত, অজেয়, কালের তরঙ্গ,
চলে সদা, যেন উন্মত্ত মাতঙ্গ,
কোন্ বীর রণে নাহি দেয় ভঙ্গ
ধরণীতলে ?

এক মাত্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ আসিয়া,
শত শত দেশ ফেলে গরাসিয়া,
সহস্র ভূধর ফেলে উপাড়িয়া,
জলধি-জলে,

যেখানে ভূধর, সেখানে সাগর,
যেখানে সাগর, সেখানে ভূধর, করিছে হেলে

যেমন শিশুরা হাসিয়া হাসিয়া,
মাটির পুতলী স্বকরে গড়িয়া,
বসনভূষণে সবে সাজাইয়া,
ভাঙ্গিয়া ফেলে ;

সেইরূপ কাল নিয়ত নিয়ত,
গড়িছে ভাঙ্গিছে নিমিষেতে কত,
আপন মনের অভিরুচি মত
অবনীতলে ;

মহোচ্চ ভূধর, গভীর জলধি,
কাঁপে থর থর, পূজে নিরবধি, পদযুগলে ?

তৃণ পত্র যথা সাগর-সলিলে,
স্রোত-রজ্জু ধ'রে ভেসে যায় চ'লে,
নাহি সাধ্য কার যায় প্রতিকূলে
আপন বলে ;

তেমতি ভূচর খেচরাদি যত,
কাল স্রোত-মাঝে ভাসিছে নিয়ত,
দাস যথা হ'য়ে প্রভু-অনুগত,
সতত চলে ;

যা বলে তা করে যায় যথা যায়,
এ জীবন ধরে, তাহারি কৃপায়, পৃথিবীতলে।

কে কবে দেখেছে কালের সৃজন,
কেই বা দেখিবে ইহার নিধন ?
সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও যেমন,
এখন তাই ;

প্রথমে হাসিয়া দিনেশ যখন,
গগন প্রাঙ্গণে দিল দরশন,
বিদ্যুৎ-আকৃতি ধাইল কিরণ,
আঁধার পাই ;

কত আগে তার মহাশূন্য দেশে,
কালের বিহার, মহাকাল বেশে, সকল ঠাঁই।

সহস্র যখন বিধির আদেশে,
সুধাংশু-কিরণ শোভি নভোদেশে,
রজত-ছটায় ধাইল হরষে,
ভুবনময় ;

নর, নারী, কীট, পতঙ্গ সহিত,
বসুন্ধরা যবে হইল সৃজিত,
গ্রহ, উপগ্রহে হয়ে সুশোভিত
হ'ল উদয় ;

তখন ত কাল, প্রচণ্ড শাসনে,
রাখিত সকলে, আপন অধীনে, সব সময়।

দুরন্ত দংশন কাল রে তোমার,
তব হাতে কারো নাহিক নিস্তার,
ছোট বড় তুমি করনা বিচার,
বধ সকলে ;

রাজেন্দ্র-মুকুট করিয়া হরণ,
দুঃখ-নীরে তারে কর নিমগন,
পদযুগে পরে কররে দলন,
আপন বলে ;

সুখের আগারে, বিষাদ আনিয়া,
কত শত নরে, যাও ভাসাইয়া, নয়নজলে ?

আছে কি জগতে পাষাণহৃদয়
তোর সম আর বল রে নিদয় ?
তোর কাছে দেখি কিছুরই, হায় !
নাহি বিচার ;

একে একে, আহা ! করিবি হরণ,
এ বিশ্বের যাহা, নয়নরঞ্জন, মানস-হর।

আয় তুই, তোরে নাহি করি ভয়,
আর কি করিবি তুই রে আমায় ?
না হয় যাইব লয়ে বিদায়,
পৃথিবী হ'তে ;

যত কষ্ট তুই দিস্ রে জীবনে,
সহিব সকলি অম্লানবদনে,
নাহি আর ভয় দেহের পতনে,
শমনহাতে ;

এসেছি একেলা, এ ভবমণ্ডলে,
যবে হবে বেলা, যাইব রে চলে, কি ভয় এতে ?

দীনেশচরণ বসু।

প্রমীলার সহমরণ।

খুলিল পশ্চিম-দ্বার অশনি-নিনাদে।
বাহিরিল লক্ষ রক্ষঃ স্বর্ণদণ্ড করে,
কৌষিক পতাকা তাহে উড়িছে আকাশে
রাজপথ-পার্শ্বদ্বয়ে চলে সারি সারি
নীরবে পতাকিকুল! সর্ব্বাগ্রে দুন্দুভি
করিপৃষ্ঠে পূরে দেশ গম্ভীর-আরবে;
পদব্রজে পদাতিক কাতারে কাতারে;
বাজিরাজী সহ গজ; রথিবৃন্দ রথে
মৃদুগতি, বাজে বাদ্য সকরুণ ক্বণে।
যতদূর চলে দৃষ্টি, চলে সিন্ধুমুখে
নিরানন্দে রক্ষোদল! ঝক ঝক ঝকে
স্বর্ণবর্ম্ম ধাঁধি আঁখি। রবিকরতেজে
শোভে হেমধ্বজদণ্ড! শিরোমণি-শিরে;
অসিকোষ সারসনে দীর্ঘ শূল হাতে;—
বিগলিত অশ্রুধারা, হায় রে, নয়নে!
বাহিরিল বীরাঙ্গনা (প্রমীলার দাসী)
পরাক্রমে ভীমাসমা, রূপে বিদ্যাধরী,
রণবেশে,—কৃষ্ণ হয়ে নৃ-মুণ্ডমালিনী,—
মলিন বদন, মরি শশিকলাভাবে
নিশা যথা! অবিরল ঝরে অশ্রুধারা,

তিতি বস্ত্র, তিতি অশ্ব, তিতি বসুধারে।
উচ্ছ্বাসিছে কোন বামা কেহ বা কাঁদিছে
নীরবে ; চাহিছে কেহ রঘুসৈন্যপানে
অগ্নিময় আঁখি রোষে বাঘিনী যেমনি
(জালাবৃত) ব্যাধবর্গে হেরিয়া অদূরে !
হায় রে, কোথা সে—সৌদামিনীছটা !
চেড়ীবৃন্দ-মাঝারে বড়বা,
শূন্যপৃষ্ঠ, শোভাশূন্য কুসুমবিহনে
বৃন্ত যথা ! ঢুলাইছে চামর চৌদিকে
কিঙ্করী ; চলিছে সঙ্গে বামাব্রজ কাঁদি
পদব্রজে ; কোলাহল উঠিছে গগনে !
প্রমীলার বীরবেশ শোভে ঝল্ ঝলে
বড়বার পৃষ্ঠে—অসি, চর্ম্ম, তূণ, ধনুঃ,
কিরীট, মণ্ডিত মরি, অমূল্য রতনে !
সারসন মণিময় কবচ খচিত
সুবর্ণে,—মলিন দেহে।
ছড়াইছে খই, কড়ি স্বর্ণমুদ্রা-আদি
অর্থ, দাসী ; সকরুণে গাইছে গায়কী ;
কাঁদিছে রাক্ষসী !
বাহিরিল মৃদুগতি রথবৃন্দ মাঝে
রথবর ঘনবর্ণ, বিজলীর ছটা
চক্রে, ইন্দ্রচাপরূপী ধ্বজ চূড়দেশে ;—
কিন্তু কান্তি-শূন্য আজি কান্তিশূন্য যথা
প্রতিমাপঞ্জর মরি প্রতিমাবিহনে

বিসর্জ্জন অন্তে কাঁদে ঘোর কোলাহলে!
রক্ষোরথী, ক্ষণ বক্ষঃ হানি মহাক্ষেপে
হতজ্ঞান! রথমধ্যে শোভে ভীম ধনুঃ,
তূণীর, ফলক, খড়্গ, শঙ্খ, চক্র, গদা-
আদি অস্ত্র; সুকবচ; সৌরকররাশি-
সদৃশ কিরীট; আর বীরভূষা যত।
সকরুণ গীতে গীতী গাইছে কাঁদিয়া
রক্ষোদুঃখ! স্বর্ণমুদ্রা ছড়াইছে কেহ,
ছড়ায় কুসুম যথা লড়ি' ঘোর ঝড়ে
তরু! সুবাসিত জল ঢালে জলবহ,
দমি উচ্চগামী রেণু, বিরত সহিতে
পদভর। চলে রথ সিন্ধুতীরমুখে।
 সুবর্ণ-শিবিকাসনে, আবৃত কুসুমে,
বসেন শবের পাশে প্রমীলা সুন্দরী,—
ললাটে সিন্দুরবিন্দু গলে ফুলমালা,
কঙ্কণ মৃণালভুজে, বিবিধ ভূষণে
ভূষিতা রাক্ষসবধু। ঢুলাইছে কাঁদি
চামরিণী সুচামর; কাঁদি ছড়াইছে
ফুলরাশি বামাবৃন্দ। আকুল বিষাদে,
রক্ষঃকুল-নারীকুল কাঁদে হাহারবে!
হায় রে কোথা সে জ্যোতিঃ ভাতিত যে সদা
মুখচন্দ্রে? কোথা, মরি সে সুচারু হাসি,
মধুর অধরে নিত্য শোভিত যে, যথা
দিনকরকররাশি তোর বিম্বাধরে,

পঙ্কজিনি! মৌনব্রতে ব্রতী বিধুমুখী—
পতির উদ্দেশে প্রাণ ও বরাঙ্গ ছাড়ি
গেছে যেন, যথা পতি বিরাজেন এবে!
শুকাইলে তরুরাজ, শুখায় রে লতা,
স্বয়ম্বরা বধূ ধনী! কাতারে কাতারে,
চলে রক্ষোরথী সাথে কোষশূন্য অসি
করে, রবিকর তাহে ঝলে ঝলঝলে,
কাঞ্চন-কঞ্চুক বিভা নয়ন ঝলসে।
উচ্চে উচ্চারয়ে বেদ বেদজ্ঞ চৌদিকে,
বহে হবির্ব্বহ হোত্রী মহামন্ত্র জপি;
বিবিধ ভূষণ, বস্ত্র, চন্দন, কস্তূরী,
কেশর, কুঙ্কুম, পুষ্প বহে রক্ষোবধূ
স্বর্ণপাত্রে, স্বর্ণকুম্ভে পূত অম্ভোরাশি
গাঙ্গেয়। সুবর্ণদীপ দীপে চারিদিকে।
বাজে ঢাক, বাজে ঢোল, কাড়া কড়কড়ে,
বাজে করতাল, বাজে মৃদঙ্গ, তুম্বকী,
বাজিছে ঝাঁঝরি, দেয় শঙ্খ, হুলাহুলি
সধবা রাক্ষসনারী আর্দ্র অশ্রুনীরে—
হায় রে, মঙ্গলধ্বনি অমঙ্গল দিনে!
 বাহিরিলা পদব্রজে রক্ষঃকুলরাজা
রাবণ,—বিশদবস্ত্র, বিশদ উত্তরী,
ধুতুরার মালা যেন ধূর্জ্জটির গলে;
চারিদিকে মন্ত্রিদল দূরে নতভাবে।
নীরব কর্ব্বুরপতি, অশ্রুপূর্ণ আঁখি,

নীরব সচিববৃন্দ, অধিকারী যত
রক্ষঃশ্রেষ্ঠ। বাহিরিল কাঁদিয়া পশ্চাতে
রক্ষঃপুরবাসী রক্ষঃ—আবাল বনিতা-
বৃদ্ধ; শূন্য করি পুরী,
ধীরে ধীরে সিন্ধুমুখে, তিতি অশ্রুনীরে,
চলে সবে, পূরি দেশ বিষাদনিনাদে!
উতরি সাগরতীরে রচিলা সত্বরে
যথাবিধি চিতা রক্ষঃ; বহিল বাহকে
সুগন্ধ চন্দন কাষ্ঠ, ঘৃত ভারে ভারে।
মন্দাকিনী-পূতজলে ধুইয়া যতনে
শবে, সুকৌষিক বস্ত্র পরাই' থুইল
দাহস্থানে রক্ষোদল; পড়িল গম্ভীরে
মন্ত্র রক্ষঃ-পুরোহিত। অবগাহি দেহ
মহাতীর্থে সাধ্বী সতী প্রমীলা সুন্দরী
খুলি রত্ন আভরণ, বিতরিলা সবে!
প্রণমিয়া গুরুজনে মধুরভাষিণী,
সম্ভাষি মধুরভাবে দৈত্যবামাদলে,
কহিলা,—"লো সহচরি, এতদিনে আজি
ফুরাইল জীবলীলা জীবলীলাস্থলে
আমার! ফিরিয়া সবে যাও দৈত্যদেশে!
কহিও পিতার পদে এ সব বারতা,
বাসন্তি! মায়েরে মোর"—হায় রে বহিল
সহসা নয়নজল! নীরবিলা সতী;—
কাঁদিলা দানববালা হাহাকার রবে।

মুহূর্ত্তে সম্বরি শোক কহিলা সুন্দরী,
"কহিও মায়েরে মোর, এদাসীর ভালে
লিখিলা বিধাতা যাহা, তাই লো ঘটিলা
এত দিনে! যাঁর হাতে সপিলা দাসীরে
পিতা মাতা, চলিনু লো আজি তার সাথে।
পতি বিনা অবলার কি গতি জগতে?
আর কি কহিব, সখি? ভুল না লো তারে—
প্রমীলার এই ভিক্ষা তোমা সবাকাছে।"
চিতায় আরোহি সতী (ফুলাসনে যেন)
বসিলা আনন্দমতি পতি-পদতলে;
প্রফুল্ল-কুসুমদাম কবরী প্রদেশে।
বাজিল রাক্ষসবাদ্য; উচ্চে উচ্চারিল
বেদ বেদী; রক্ষোনারী দিল হুলাহুলী;
সে রবের সহ মিশি উঠিল আকাশে
হাহারব। পুষ্পবৃষ্টি হইল চৌদিকে!
বিবিধ ভূষণ, বস্ত্র, চন্দন, কস্তূরী,
কেশর, কুঙ্কুম আনি দিল রক্ষোবালা
যথাবিধি; পশুকুলে নাশি তীক্ষ্ণশরে
ঘৃতাক্ত করিয়া রক্ষঃ যতনে থুইল
চারিদিকে, যথা মহানবমীর দিনে,
শাক্তভক্ত-গৃহে, শক্তি তব পীঠতলে!
অগ্রসরি রক্ষোরাজ কহিলা কাতরে;
"ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে,—

সঁপি রাজ্যভার, পুত্র, তোমায়, করিব
মহাযাত্রা! কিন্তু বিধি—বুঝিব কেমনে
তাঁর লীলা—ভাঁড়াইলা সে সুখ আমারে।
ছিল আশা, রক্ষঃকুলরাজ-সিংহাসনে
জুড়াইব আঁখি, বৎস, দেখিয়া তোমারে,
বামে রক্ষঃকুললক্ষ্মী রক্ষোরাণীরূপে
পুত্রবধূ! বৃথা আশা। পূর্ব্বজন্মফলে
হেরি তোমা দোঁহে আজি এ কাল-আসনে।
কর্ব্বুর-গৌরব-রবি চির-রাহু-গ্রাসে।
সেবিনু শিবেরে আমি বহু যত্ন করি,
লভিতে কি এই ফল? কেমনে ফিরিব—
হায় রে, কে ক'বে মোরে, ফিরিব কেমনে
শূন্য লঙ্কাধামে আর? কি সান্ত্বনাচ্ছলে
সান্ত্বনিব মায়ে তব, কে ক'বে আমারে?
"কোথা পুত্র, পুত্রবধূ আমার?" সুধিবে
যবে রাণী মন্দোদরী,—"কি সুখে আইলে
রাখি দোঁহে সিন্ধুতীরে রক্ষঃকুলপতি?"—
কি ক'য়ে বুঝাব তারে? হায় রে কি ক'য়ে?
হা পুত্র! হা বীরশ্রেষ্ঠ! চিরজয়ী রণে!
হা মাতঃ রাক্ষসলক্ষ্মী! কি পাপে লিখিলা
এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে?
সহসা জ্বলিলা চিতা। সচকিতে সবে
দেখিলা আগ্নেয় রথ; সুবর্ণ আসনে
সে রথে আসীন বীর বাসব-বিজয়ী

দিব্যমূর্ত্তি! বামভাগে প্রমীলা রূপসী
চিরসুখহাসিরাশি মধুর অধরে।
উঠিল গগনপথে রথবর বেগে;
বরষিল পুষ্পাসার দেবকুল মিলি;
পূরিল বিপুল বিশ্ব আনন্দ-নিনাদে।
দুগ্ধধারে নিবাইল উজ্জ্বল পাবকে
রাক্ষস। পরম যত্নে কুড়াইয়া সবে
ভস্ম, অম্বুরাশিতলে বিসর্জ্জিলা তাহে।
ধৌত করি দাহস্থল জাহ্নবীর জলে
লক্ষ রক্ষঃ-শিল্পী, আশু নির্ম্মিল মিলিয়া
স্বর্ণ পাটিকেলে মঠ চিতার উপরে;—
ভেদি অভ্র মঠচূড়া উঠিল আকাশে!
করি স্নান সিন্ধুনীরে রক্ষোদল এবে
ফিরিলা লঙ্কার পানে আর্দ্র অশ্রুনীরে—
বিসর্জ্জি প্রতিমা যেন দশমীদিবসে!
সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

ভালবাসা।

এ বিশ্ব সংসারে হেন শক্তি কার,
তোমার মহিমা করিবে প্রচার ?
তুমি গো জীবের জীবন-আধার,
এ মহীতলে !

ফিরাই যে দিকে যুগল নয়ন,
নিরখি তোমার সুধাংশু বদন,
দৃঢ় পাশে তুমি করেছ বন্ধন
জীব সকলে !

আইলে বসন্ত বিজন কাননে,
অমনি তখনি সহাস্য বদনে,
তরুলতা যথা বিবিধ ভূষণে,
সাজায় কায় !

তুমিও যেখানে কর পদার্পণ,
সুখচন্দ্র তথা বিতরে কিরণ,
বিষাদ, হুতাশ, জনম মতন
চলিয়া যায় !

তব আবির্ভাবে, ভুবনমোহিনি !
মরুভূমে বহে গভীর বাহিনী,
ফোটে পারিজাত আসিয়া আপনি
ধরণী-তলে !

আঁধার আকাশে হিমাংশু-কিরণ,
হাসি হাসি করে কর বিতরণ,
ভাসে যেন মরি অখিল ভুবন,
সুখ-সলিলে !

কে বলে কেবল নন্দনকাননে
ফোটে পারিজাত ? ফোটে না এখানে ;-
দেখ চেয়ে এই সংসার-কাননে
ফুটেছে কত !

গৃহস্থের ঘরে, রাজার ভবনে,
রোগীর শিয়রে, বিজন কাননে,
কত শত ফুল প্রফুল্ল বদনে,
ফোটে নিয়ত !

যখন জননী হাসিয়া হাসিয়া,
স্নেহ-নীরে, মরি, ভাসিয়া ভাসিয়া
নবীন শিশুকে কোলেতে করিয়া,
বসেন ঘরে ;

যখন পলকবিহীন নয়নে,
দেখেন জননী সে বিধু-বদনে,
যখন রাখেন হৃদয়-আসনে,
যতন ক'রে!

তখন মায়ের মোহিত অন্তরে,
অয়ি মধুময়ি! হেরি গো তোমারে,
তুমি গো তাঁহারে আনন্দ-সাগরে,
মগন কর।

আশার আলোক জ্বালিয়া অন্তরে,
কত সুস্বপন দেখাও তাঁহারে,
অন্তর হইতে, বিদায়ি চিন্তারে
স্নেহেতে ভর!

শিশুর হৃদয়ে, হে সুরসুন্দরি!
চিরদিন তুমি আনন্দলহরী,
এ ভব-ভবনে সকলে তোমারি,
মহিমা গায়!

সতী রমণীর বিমল আননে,
প্রিয় ভগিনীর মধুর বচনে,
তোমারি প্রতিভা হে চারুলোচনে,
প্রকাশ পায়!

জয় জয় দেবি বিশদ-বসনে,
একবার আসি হৃদয়-আসনে,
ব'সো গো, বিমলে, কমললোচনে,
রূপের রাশি!

সেই সুবিমল কিরণে তোমার,
উজ্জ্বল, বিমলে, হৃদয়-আগার,
আশার আলোক তুমি গো আমার,
সুখের হাসি!

দীনেশচরণ বসু।
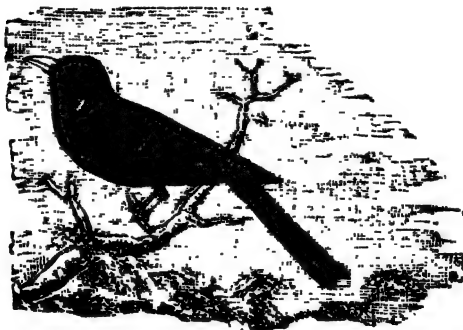
দেবের কি দোষ।

বৃথা নিন্দ দেবে, বৎস ; দেবের কি দোষ ?
আপনার কর্ম্ম-হ্রদে—আপনি মানব
ডুবে, ভাসে, এসংসারে,—দেবের কি দোষ ?
না, না, বৎস, বৃথা তুমি নিন্দিলে দেবেরে।
মানবের কর্ম্মক্ষেত্র মহাপারাবার,
জাতীয় তরণীব্যূহ তাতে নিরন্তর
ভাসিতেছে যথা ইচ্ছা। পথপ্রদর্শক
সর্ব্বত্রে সমান আছে অদৃশ্যে বিবেক,
দেবতার প্রতিবিম্ব, মানবহৃদয়ে।
হেলিয়া সগর্ব্বে, বৎস, সেই প্রদর্শন
চলিবে যে তরী, মনে জানিবে নিশ্চয়,
তুমুল ঝটিকাগ্রস্ত হইবে অদূরে,
হবে নিমগন কিংবা তীরে নিপতন।

নবীনচন্দ্র সেন

নীলধ্বজের প্রতি জনা।

মাহেশ্বরী পুরের যুবরাজ প্রবীর অশ্বমেধযজ্ঞাশ্ব ধরিলে পার্থ তাঁহাকে রণে নিহত করেন। রাজা নীলধ্বজ রায় পার্থের সহিত বিবাদপরাঙ্মুখ হইয়া সন্ধি করাতে, পুত্রশোকাতুরা রাজ্ঞী জনা নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি রাজসমীপে প্রেরণ করেন। মহাভারতীয় অশ্বমেধপর্ব্বে ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত আছে।

বাজিছে রাজ-তোরণে রণবাদ্য আজি ;
হ্রেষে অশ্ব, গর্জ্জে গজ, উড়িছে আকাশে
রাজকেতু, মুহুর্মুহুঃ হুঙ্কারিছে মাতি
রণমদে রাজসৈন্য ;—কিন্তু কোন্ হেতু ?
সাজিছ কি, নররাজ, যুঝিতে সদলে—
প্রবীর পুত্রের মৃত্যু প্রতিবিধিৎসিতে—
নিবাইতে এ শোকাগ্নি ফাল্গুনীর লোহে ?
এই তো সাজে তোমারে, ক্ষত্রমণি তুমি,
মহাবাহু, যাও বেগে, গজরাজ যথা
যমদণ্ডসম শুণ্ড আস্ফালি নিনাদে
টুট কিরীটীর গর্ব্ব আজি রণস্থলে!
খণ্ড মুণ্ড তার আন শূলদণ্ডশিরে!
অন্যায় সমরে মূঢ় নাশিল বালকে ;
নাশ মহেষ্বাস, তারে! ভুলিব এজ্বালা,
এ বিষম জ্বালা, দেব, ভুলিব সত্বরে।

জন্মে মৃত্যু ;—বিধাতার এ বিধি জগতে !
ক্ষত্রকুলরত্ন পুত্র প্রবীর সুমতি,
সম্মুখ সমরে পড়ি গেছে স্বর্গধামে,—
কি কাজ বিলাপে প্রভু? পাল, মহীপাল,
ক্ষত্রধর্ম্ম, ক্ষত্রকর্ম্ম সাধ ভুজবলে !
হায় পাগলিনী জনা ! তব সভামাঝে
নাচিছে নর্ত্তকী আজি গায়ক গাইছে,
উথলিছে বীণাধ্বনি ! তব সিংহাসনে
বসেছে পুত্রহা রিপু—মিত্রোত্তম এবে !
সেবিছ যতনে তুমি অতিথি রতনে !
কি লজ্জা ! দুঃখের কথা, হায়, কব কারে,
হতজ্ঞান আজি কি হে পুত্রের বিহনে,
মাহেশ্বরী পুরীশ্বর নীলধ্বজ রথী ?
যে দারুণ বিধি, রাজা, আঁধারিলা আজি
রাজ্য, হরি পুত্রধনে, হরিলা কি তিনি
জ্ঞান তব ? তা না হলে, কহ মোরে কেন,
এ পাষণ্ড পাণ্ডুরথী পার্থ তব পুরে
অতিথি ? কেমনে তুমি, হায় মিত্রভাবে
পরশ সে কর যাহা প্রবীরের লোহে
লোহিত ? ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম এই কি নৃমণি !
কোথা ধনুঃ, কোথা তূণ, কোথা চর্ম্ম অসি ?
না ভেদি রিপুর বক্ষঃ তীক্ষ্ণতম শরে
রণক্ষেত্রে, মিষ্টালাপে তুষিছ কি তুমি
কর্ণ তার সভাতলে ? কি কহিবে, কহ,

যবে দেশ দেশান্তরে জনরব লবে
এ কাহিনী—কি কহিবে ক্ষত্রপতি ?
জানি আমি কহে লোক রথিকুলপতি
পার্থ ! মিথ্যা কথা, নাথ ! বিবেচনা কর,
সূক্ষ্ম বিবেচক তুমি, বিখ্যাত জগতে।
ছদ্মবেশে লক্ষ রাজে ছলিল দুর্ম্মতি
স্বয়ম্বরে। যথাসাধ্য কে যুঝিল কহ,
ব্রাহ্মণ ভাবিয়া তারে কোন্ ক্ষত্ররথী,
সে সংগ্রামে ? রাজদলে তেঁই সে জিতিল !
দহিল খাণ্ডব দুষ্ট কৃষ্ণের সহায়ে।
শিখণ্ডীর সহকারে কুরুক্ষেত্ররণে
পৌরব-গৌরব ভীষ্ম বৃদ্ধ পিতামহে
সংহারিল মহাপাপী ! দ্রোণাচার্য্য গুরু—
কি কুছলে নরাধম বধিল তাঁহারে,
দেখ স্মরি ? বসুন্ধরা গ্রাসিলা সরোষে
রথচক্র যবে, হায় যবে ব্রহ্মশাপে
বিকল সমরে, মরি, কর্ণ মহাযশাঃ,
নাশিল বর্ব্বর তারে। কহ মোরে, শুনি,
মহারথি-প্রথা কিহে এই, মহারথি ?
আনায়মাঝারে আনি মৃগেন্দ্রে কৌশলে
বধে ভীরুচিত ব্যাধ, সে মৃগেন্দ্র যবে
নাশে রিপু, আক্রমে সে নিজ পরাক্রমে।
কি না তুমি জান রাজা,' কি কব তোমারে ?
জানিয়া শুনিয়া তবে কি ছলনে ভুল

আত্মশ্লাঘা, মহারথি ? হায় রে কি পাপে,
রাজশিরোমণি রাজা নীলধ্বজ আজি
নতশির,—হে বিধাতঃ ?—পার্থের সমীপে ?
কোথা বীরদর্প তব ? মানদর্প কোথা ?
চণ্ডালের পদধূলি ব্রাহ্মণের ভালে ?
কুরঙ্গীর অশ্রুবারি নিবায় কি কভু
দাবানলে ? কোকিলের কাকলিলহরী
উচ্চনাদী প্রভঞ্জনে নীরবয়ে কবে ?
ভীরুতার সাধনা কি মানে বাহুবল ?
কিন্তু বৃথা এ গঞ্জনা। গুরুজন তুমি;
পড়িব বিষম পাপে গঞ্জিলে তোমারে।
কুলনারী আমি নাথ, বিধির বিধানে
পরাধীনা ! নাহি শক্তি মিটাই স্ববলে
এ পোড়া মনের বাঞ্ছা ! দুরন্ত ফাল্গুনী
(এ কৌন্তেয় যোধে ধাতা সৃজিল নাশিতে
বিশ্বসুখ !) নিঃসন্তানা করিল আমারে !
তুমি পতি, ভাগ্যদোষে বাম মম প্রতি
তুমি ! কোন্ সাধে প্রাণ ধরি ধরাধামে ?
হায়রে, এ জনাকীর্ণ ভবস্থল আজি
বিজন জনার পক্ষে ! এ পোড়া ললাটে
লিখিলা বিধাতা যাহা, ফলিল তা কালে।—
হা প্রবীর ! এই হেতু ধরিনু কি তোরে,
দশমাস দশদিন নানা কষ্ট স'য়ে
এ উদরে ? কোন জন্মে, কোন পাপে পাপী

তোর কাছে অভাগিনী, তাই দিলি বাছা,
এ তাপ ? আশার লতা তাই রে ছিঁড়িলি ?
হা পুত্র ! শোধিলি কি রে তুই এইরূপে
মাতৃধার ? এই কিরে ছিল তোর মনে ?
কেন বৃথা পোড়া আঁখি বরষিস্ আজি
বারিধারা ? রে অবোধ, কে মুছিবে তোরে ?
কেন বা জ্বলিস্ মনঃ ? কে জুড়াবে আজি
বাক্য-সুধারসে তোরে ? পাণ্ডবের শরে,
খণ্ড শিরোমণি তোর ; বিবরে লুকায়ে,
কাঁদি খেদে, মর্, অরে মণিহারা ফণি !—
  যাও চলি, মহাবল, যাও কুরুপুরে
নবমিত্র পার্থ সহ ! মহাযাত্রা করি
চলিল অভাগা জনা পুত্রের উদ্দেশে !
ক্ষত্রকুলবালা আমি, ক্ষত্রকুলবধূ
কেমনে এ অপমান স'ব ধৈর্য্য ধরি ?
ছাড়িব এ পোড়া প্রাণ জাহ্নবীর জলে ;
দেখিব বিস্মৃতি যদি কৃতান্তনগরে
লভি অন্তে ! যাচি চিরবিদায় ওপদে ।
ফিরি যবে রাজপুরে প্রবেশিবে আসি,
নরেশ্বর, "কোথা জনা ?" বলি ডাক যদি,
উত্তরিবে প্রতিধ্বনি "কোথা জনা ?" বলি !

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ।

বর্ষসঙ্গীত।

আপনার বেগে, আপনার মনে,
কোথায় বরষ চলিয়া যায়,
অপূর্ণ বাসনা রহিল কাহার
দেখিতে বারেক ফিরি না চায় ;

কার নয়নের ফুরাল না জল,
শুকাল না কার প্রাণের ক্ষত,
কাহার হৃদয় নিশীথে দিবায়
জ্বলিছে ভীষণ চিতার মত,

কাহার কণ্ঠের মুকুতার মালা
ছিঁড়িয়া পড়িল শতধা হয়ে,
কার হৃদি শোভা বিকচ কুসুম
শুকাইয়া গেল হৃদয় ছুঁয়ে,

দেখিবারে তাহা মুহূর্ত্তের তরে
থামিল না ওর অস্তের পথে,
অই যায় চলে, অই যায়,—যায়
সৌর-দ্যুতিময় দ্রুতগ রথে,

বরষের পর বরষ যাইছে,
বিদায়ের কালে চরণে তার,
কত প্রাণ ভাঙ্গি, কত আঁখি দিয়া
পড়িছে তরল মুকুতা ভার ;

আপনার-ভাবে, আপনার মনে,
অশ্রুসিক্ত পদে চলিয়া যায়,
শোনে না কাহারো রোদনের রব,
কারো মুখ পানে ফিরি না চায় !

ম্রিয়মাণ প্রাণ আশা ভর করি
বরষ প্রভাতে দাঁড়ায় উঠে,
নবীন উষায় হৃদয়-কাননে
আবার নবীন কুসুম ফুটে।

জীবন বেলায় আবার খেলায়
কল্পনার মৃদু লহরীমালা,
ভুলে যাই গত বিষাদ-বেদন
শত নিরাশার দারুণ জ্বালা।

একটী প্রভাত সুখে কেটে যায়,
আশার মৃদুল সুরভি বায়
এক দিন রাখে শ্রান্তি ভুলাইয়া,
এক দিন পাখী মধুরে গায়

আবার, আবার, ফিরিয়া ঘুরিয়া,
তেমনি শতেক নিরাশা আসে,
তেমনি করিয়া মন-অন্ধকার,
হৃদয়-গগন আবার গ্রাসে।

পড়িয়া, উঠিয়া, থামিয়া চলিয়া,
পায়ে জড়াইয়া কণ্টকরাশি
জীবনের পথে চলি অবিরাম ;
কখন বা কাঁদি, কখন হাসি !

আপনার বেগে, আপনার মনে,
আবার বরষ চলিয়া যায়,
কে পড়িল পথে, কে উঠি চলিল,
দেখিবার তরে ফিরে না চায়।

কেহ কি দেখে না ? কেহ কি চাহেনা
দুঃখী দুরবল নরের পানে ?
তবে কেন প্রতি নূতন বরষে
ফুটে নব ফুল হৃদয়-বনে ?

তবে কেন আজ শিরায় শিরায়
উৎসাহের স্রোত আবার বহে ?
তবে আশারাণী কেন কাণে কাণে
শতেক অমিয়-বচন কহে ?

নিরাশা বেদনা দুঃখ-অশ্রু লয়ে
পুরাণ বরষ গিয়াছে, যাক্,
দ্বাদশ মাসের বিষাদের দাগ
উহারি বুকেতে লুকান থাক্।

কৃপাহস্ত কার অস্ফুট আলোকে
দেখিতেছি, আছে জড়ায়ে সবে,
ওই হাত ধ'রে উঠি পড়ে' পড়ে',
কেন আর ভয় পাইগো তবে।

উঠিয়া পড়িয়া, ভাঙ্গিয়া গড়িয়া,
বরষে বরষে বাড়ুক্ বল,
ফুটুক্ না পায়ে ছুটা তুচ্ছ কাঁটা
বহুক্ না কেন নয়নের জল!

নূতন উদ্যমে, নূতন আনন্দে,
আজিতো গাহিব আশার গান,
নূতন বরষে আজি নব ব্রতে
আবার দীক্ষিত করিব প্রাণ।

কামিনী সেন।

কীর্ত্তিনাশা।

সকলি কি স্বপ্ন বল ছিল কি এখানে
অভ্রভেদী সেই "এক বিংশতি রতন" ?
সেই সৌধচূড়া হ'তে বিশাল পদ্মায়
বোধ হ'ত যজ্ঞ-উপবীতের মতন ?
সে বিশাল রাজপুরী ছিল কি এখানে,
পড়িয়াছে ছায়া যার বঙ্গ ইতিহাসে।
যাহার বিশাল ছায়া লঙ্ঘিয়া পদ্মায়,
পড়েছিল বঙ্গেশের হৃদয়-আকাশে ?

২

সে রাজনগর এ কি ? সকলি স্বপন !
স্বপনের মত সব গেছে লুকাইয়া !
বঙ্গ সিংহাসন ছিল আকাঙ্ক্ষা যাহার ;
একটি তৃণও তার নাহি নিদর্শন !
অতল সলিল-গর্ভে পড়িল ভাঙ্গিয়া
কর্ত্তা, কীর্ত্তি ;—কি সাদৃশ্য ! পশিল অতল
চক্র, চক্রী ; হায় তার অচিন্ত্য এ ফল,
অমর কলঙ্ক মাত্র, রহিল কেবল !

৩

কীর্ত্তিনাশা ! মানবের ভীষণ শিক্ষক !
ইষ্টক উপরে করি ইষ্টক স্থাপন
লভিবারে অমরতা বাসনা যাহার ;

লিখিতে বাসনা যার রজতের ধারে
কাল-গর্ভে অমরতা, আসি একবার
রাজবল্লভের এই কীৰ্ত্তির শ্মশানে,
দেখুক তোমার নীরে স্তম্ভিত নয়নে
তাহাও অদৃষ্টলিপি,—ভাবি সমাজের
তব মৃদু কলকলে শুনুক শ্রবণে।

৪

মরি কিবা অভিমানে যাইছ বহিয়া
সন্ধ্যাকালে কীৰ্ত্তিনাশা! গরবে যেমতি
বিজয়ী বীরেন্দ্র যায় মৃদুমন্দগতি,
উপেক্ষি বিজিত শত্রু; চলেছ তেমতি
উপেক্ষিয়া ভগ্নতীর কি শান্ত হৃদয়!
গণা যায় একে একে তারকা সকল,
প্রতিবিম্ব নীল জলে কি স্রোত মধুর,
ঝরিবে না গোলাপের, কামিনীর দল।

৫

এত অভিমান যদি ধর তবে নদী,
ধর একবার সেই ভীষণ মুরতি,
রাজবল্লভের পুরী গ্রাসিলে যেরূপ;
ভীষণ ঘূর্ণিত স্রোতে ছাড়িয়া বৃংহিত
অসংখ্য তরঙ্গাঘাতে; তরঙ্গ ফুৎকারে
প্রকম্পিত দিঙ্মণ্ডল করি বিধূনিত;
যে মূৰ্ত্তিতে বালকের ক্রীড়াযষ্টি মত
ডুবালে সে কীৰ্ত্তিরাশি;—কল্পনা অতীত!

৬

ধর সেই মূর্ত্তি আজি দেখাব তোমায়
বঙ্গইতিহাসের সে পৃষ্ঠা ভয়ঙ্কর!
দেখাব বিপ্লব-চিত্র ঘূর্ণ চক্রে যার
ডুবিলেন এই রাজনগর-ঈশ্বর!
তুচ্ছ এই ক্ষুদ্র পুরী,—সেই ঝটিকায়
একটী বিশাল রাজ্য পড়েছে ভাঙ্গিয়া,
তুচ্ছ তব ক্ষুদ্র শান্তি;—দেখহ চাহিয়া
কি শান্তি পশ্চাতে তার গিয়াছে রাখিয়া!
তুচ্ছ তব ক্ষুদ্র সৃষ্টি;—এই বালুচর,
একই নিশ্বাসে যাহা পার মিশাইতে;
সে বিপ্লবে যেই রাজ্য গিয়াছে সৃজিয়া
না ধরে শকতি কাল কণা খসাইতে।

৭

দূর হোক ইতিহাস! দেখ একবার
মানবহৃদয়-রাজ্য দেখ নিরন্তর
বহিতেছে কি ঝটিকা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে
কতই গগনস্পর্শী হর্ম্ম্য মনোহর
ভাঙ্গিতেছে, গড়িতেছে! মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে
কত রূপান্তর তার উঠিছে জাগিয়া
কতই নূতনসৃষ্টি কত পুরাতন,
নয়ন না পালটিতে যাইছে ভাসিয়া।

৮

কীর্ত্তিনাশা!—কিবা নাম! কিবা পরিণাম!
পার তুমি মানবের কি কীর্ত্তি নাশিতে?

বঙ্গইতিহাসের সে কাল পৃষ্ঠা হ'তে
একটী অক্ষর তুমি পার কি মুছিতে ?
মুছিলে যেমন এই ধরাপৃষ্ঠ হ'তে
রাজবল্লভের কীর্ত্তি, পার কি মুছিতে
সে পৃষ্ঠা হইতে সেই কলুষিত নাম !
সেই পৃষ্ঠা অন্যরূপে পার কি লিখিতে !

৯

কীর্ত্তিনাশা !—বৃথা নাম ! বৃথা অভিমান !
কি সাধ্য প্রকৃত কীর্ত্তি নাশিতে তোমার ?
নাশিতে করের সৃষ্টি সর্ব্ব-শক্তিমান ;
মানসসৃষ্টিতে তব নাহি অধিকার।
ভারতের পরাক্রান্ত নৃপতিনিচয় ;
হয়েছে অদৃশ্য সহ রাজ্যসিংহাসন ;
ত্রিকালের সীমা ওই দেখ নিরূপিয়া
দাঁড়ায়ে রহেছে তিন দরিদ্র ব্রাহ্মণ !
নশ্বর জোনাকিরাশি গিয়াছে নিবিয়া,
অমর তারকাবলি রয়েছে চাহিয়া।

১০

তুচ্ছ তুমি কীর্ত্তিনাশা ! মহাকালস্রোতে,
ওই দেখ দূর হ'তে বাইছে নামিয়া
তাঁহাদের কীর্ত্তিরাশি ; কর-পরশনে
চন্দ্রবংশ সূর্য্যবংশ রয়েছে বাঁচিয়া ;
একটী চরণ-রেণু যেই পুণ্যবান্
পাইয়াছে, তার কীর্ত্তি করিতে বিনাশ

নাহিক শকতি তব, পারিবে না তুমি
কীর্ত্তিনাশা ; কিংবা কাল সর্ব্ব-কীর্ত্তি-গ্রাস !

১১

আমি কীর্ত্তিহীন নর ; না ডরি তোমায়
তব সংহারক মূর্ত্তি ধর কীর্ত্তিনাশা !
হায় ! ভগ্নতীরে ওই মূলশূন্য তরু,
আমার অধিক রাখে জীবনের আশা !
তাহার ফলিবে ফল ফুটিবে কুসুম ;
নিষ্ফল জীবন মম ! পড়েছে ঝরিয়া
আছিল যে ক'টি ফল। থাক্ সেই তরু,
কীর্ত্তিনাশা কীর্ত্তিহীনে নেও ভাসাইয়া।

নবীনচন্দ্র সেন।

ইন্দুবালার আশঙ্কা।

ইন্দ্রজায়া শচীকে বন্দী করিবার উদ্দেশে রুদ্রপীড় নৈমিষ-কাননাভিমুখে যাত্রা করিলে পর তাঁহার পত্নী ইন্দুবালা উদ্বিগ্ন চিত্তে এই চিন্তা করিতেছেন :—

“পৃথিবী হইতে এ অমরাবতী
কত দিনে আশা যায়,
নৈমিষ-কাননে শচীরে রক্ষিতে
আছে কি অমর কেহ ?
বীর কি সে জন, সমরে নিপুণ,
যশস্বী কি রণে তেঁহ ?”
বলিতে বলিতে মণিবন্ধ’পরে
আন মনে রাখে কর.
পরখি আয়তি, চেতিয়া অমনি,
স্মরে “শিব শিব হর।”
কহে ইন্দুবালা ফেলি গাঢ় শ্বাস
নেত্র ভাসে অশ্রুজলে,
“বীরপত্নী হায় সবার পূজিতা
সকলে আমায় বলে !
পতি যোদ্ধা যার তাহার অন্তরে
কত যে সতত ভয়,
জানে সে কজন, ভাবে সে কজন
বীরপত্নী কিসে হয় !

কত বার কত করেছি নিষেধ
না জানি কি যুদ্ধপণ।
যশঃ-তৃষা হায় মিটে নাকি তাঁর
যশঃ কি স্বাদু এমন ?
পল অনুপল মম চিত্তে ভয়
সতত অন্তরে দহি !
সে ভয় কি,তাঁর না হয় হৃদয়ে
সমরের দাহ সহি !"
কহিয়া এতেক উঠি অন্য মনে
অস্থির-চরণে গতি,
ভ্রমে গৃহ মাঝে গৃহ-সজ্জা যত
নেহালে যতনে অতি।
"এই জাতি ফুল তাঁর প্রিয় অতি"
বলি কোন পুষ্প তুলে ;
"এই পালঙ্কেতে বসিবারে সাধ,"
বলি তাহে বৈসে ভুলে ;
"এই অস্ত্রগুলি খুলি কত বার,
তুলি এই শরাসন,
কহিলা 'সাজাব রণবেশে তোমা
শিখাব করিতে রণ।'
এ কবচ অঙ্গে দিলা কত দিন,
শিরে এই শিরস্ত্রাণ !
কটিবন্ধে কসি দিলা এই অসি
হাতে দিলা এই বাণ !

অতি প্রিয় তাঁর অস্ত্র এই সব
আমার সাধের অতি!
তাঁর সাধে অঙ্গে ধরি কত দিন,
হেরে প্রিয় ফুল্লমতি।
সকলি কোমল প্রিয়ের আমার
সমরে শুধু নিদয়;
হেন সুকোমল হৃদয় তাঁহার
কেমনে কঠোর হয়!
আমিও রমণী রমণীও শচী,
তবে তিনি কেন তায়,
না করিয়া দয়া, হইয়া নিষ্ঠুর
ধরিতে গেলা ধরায়?
কি হবে শচীর, পতি কাছে নাই,
মহাবীর পতি মম!
আমিও যদ্যপি পড়ি সে কখন
বিপদে শচীর সম!
ভাবিতে সে কথা থাকিয়া এখানে,
আমার(ই) হৃদয় কাঁপে!
না জানি একাকী গহন কাননে
শচী ভাবে কত তাপে!
কেন আ(ই)লা দৈত্য এ অমরালয়ে,
আছিল আপন দেশ;
পরে দিয়া পীড়া লভিয়া এ যশঃ,
কি আশা মিটিবে শেষ।

যায় দিয়া তারে ফিরি যদি দেশে
যান পুনঃ দৈত্য-পতি ;
এ পোড়া আশঙ্কা এ যন্ত্রণা যত,
তবে সে থাকেনা, রতি !”

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

দেবহিতে দধীচির দেহত্যাগ।

হেরি ঋষি ক্ষণকালে, ধ্যানেতে জানিলা
অতিথির অভিলাষ ; গদ গদ স্বরে
মহানন্দে তপোধন কহিলা তখন,
“পুরন্দর শচীকান্ত !—কি সৌভাগ্য মম,
জীবন সার্থক আজি— পবিত্র আশ্রম
এ জীর্ণ পঞ্জর অস্থি পঞ্চভূতে ছার
না হ'য়ে অমরোদ্ধারে নিয়োজিত আজি !
হা দেব, এ ভাগ্য মম স্বপ্নের(ও) অতীত।
এতেক কহিয়া মহাতপোধন ধীরে,
শুদ্ধচিত্তে পট্টবস্ত্র, উত্তরীয় ধরি,
গায়ত্রী গম্ভীর স্বরে উচ্চারি সঘনে,
আইলা অঙ্গন-মাঝে ; কৈলা অধিষ্ঠান
সুনিবিড়, সুশীতল, পল্লব-শোভিত,

শতবাহু বটমূলে। আনি যোগাইলা,
সাশ্রুনেত্র শিষ্যবৃন্দ, আকুলহৃদয়,
যোগাসন, গাঙ্গেয় সলিল সুবাসিত।
জ্বালিলা চৌদিকে ধূপ, অগুরু, গুগ্‌গুল,
সর্জ্জরস ; সুগন্ধিত কুসুমের স্তর
চর্চ্চিত চন্দনরসে, রাখিলা চৌদিকে,
মুনীন্দ্রে তাপসবৃন্দ মাল্যে সাজাইলা।
তেজঃপুঞ্জ তনুকান্তি, জ্যোতিঃ সুবিমল
নির্ম্মল নয়নদ্বয়ে, গণ্ডে, ওষ্ঠাধরে !
সুললাটে আভা নিরুপম ! বিলম্বিত
চারু শ্মশ্রু, পুণ্ডরীকমাল্য বক্ষঃস্থলে !
বসিলা ধীমান্—আহা, ললিত দৃষ্টিতে
দয়ার্দ্র হৃদয় যেন প্রবাহে বহিছে !
চাহি শিষ্যকুল-মুখ, মধুর সম্ভাষে
কহিলেন, অশ্রুধারা মুছায়ে সবার,
সুধাপূর্ণ বাণী ধীরে ধীরে ;—"কি কারণ,
হে বৎসমণ্ডলি, হেন সৌভাগ্যে আমার
কর সবে অশ্রুপাত ? এ ভবমণ্ডলে
পরহিতে প্রাণ দিতে, পায় কত জন !
হিতব্রত সাধনেতে হৃদয়ে বেদনা ?
হায় রে অবোধ প্রাণী—এ নশ্বর দেহ
না ত্যজিলে পরহিতে, কিসে নিয়োজিবে ?
লভি জন্ম নরকুলে কি ফল হে তবে ?
অনুক্ষণ জীবনের স্রোতোধারাক্ষয়,

হয় সে কতই রূপে ?—কেন তবে হেন,
ঘটে যদি কার(ও) ভাগ্যে সে দুর্লভ যোগ,
কাতর নরের চিত্ত সে ব্রত সাধনে ?
হে ক্ষুব্ধ তাপসবৃন্দ, হে শিষ্যমণ্ডলি,
জগত-কল্যাণ হেতু নরের সৃজন,
নরের কল্যাণ নিত্য সে ধর্ম্মপালনে,
নিঃস্বার্থ মোক্ষের পথ এ জগতীতলে।"
ঋষিবৃন্দে আলিঙ্গন দিয়া এত বলি
আশীষিলা শিষ্যগণে ; কহিলা বাসবে—
"হে দেবেন্দ্র, কৃপা করি অন্তিমে আমার
কর শুচি বারেক পরশি এ শরীর।"
অগ্রসরি শচীপতি সহস্র-লোচন
তপোধন-শিরঃ স্পর্শি স্বকর-কমলে,
কহিলা আকুল স্বরে—শুনি ঋষিকুল
হরষ-বিষাদে মুগ্ধ —কহিলা বাসব—
"সাধু-শিরোরত্ন ঋষি তুমিই সাত্ত্বিক !
তুমিই বুঝিলা সার জীবের সাধন !
তুমিই সাধিলা ব্রত এ জগতীতলে
চির-মোক্ষফলপ্রদ—নিত্য হিতকর !
জীবময় নরকুল—অকুল জলধি,
ভাসিছে মিশিছে তায় জলবিম্ব প্রায়
জীবদেহ অনুদিন ! এ ভবমণ্ডলে
অক্ষয় তরঙ্গময় জীবন-প্রবাহ !
[illegible]দ্র-প্রাণি-দেহ-ক্ষয়ে এ সিন্ধু-সলিল

হ্রাস বৃদ্ধি নাহি জানে—নিয়ত গভীর
স্রোতোময়! অহিত জগতে নহে তায়,
অহিত—নিষ্ফলে প্রাণি-দেহের নিধনে!
প্রাণিমাত্রে—কি মহৎ, কিবা ক্ষুদ্রতম—
সাধিতে পারয়ে নিত্য মানবের হিত,
সাধিতে পারয়ে নিত্য অহিত নরের,
আপন আপন কার্য্যে জীবনধারণে।
বালিবৃন্দ যথা নিত্য রেণুপরিমাণে
বাড়ে দিবা বিভাবরী; সাগরগর্ভেতে,
ক্রমে স্তূপ—দ্বীপাকার—ক্রমশঃ বিস্তৃত,
বৃহৎ বিপুল দেশ তরু গিরিময়,
তেমনি এ নরকুল উন্নত সদাই,
সাধুকার্য্যে মানবের – প্রতি অহরহঃ!
কর্ত্তব্য নরের নিত্য স্বার্থ পরিহার,
জীবকুল-কল্যাণ-সাধন অনুদিন!
সে পরম ধর্ম্ম, ঋষি, বুঝেছিলা তুমি;
সাধিলে, সাধু মহাত্মা, নিঃস্বার্থে সে ব্রত।
মুছ অশ্রু ঋষিবৃন্দ—ঋষিকুল-চূড়া
দধীচি পরম পুণ্য লভিলা জগতে।
কি বর অর্পিব আর, নিষ্কাম তাপস,
না চাহিলা কোন বর, এ সুকীর্ত্তি তব
প্রাতঃস্মরণীয় নিত্য হবে নরকুলে!
তব বংশে জনমি মহর্ষি দ্বৈপায়ন
করিবে জগৎ-খ্যাত এ আশ্রম তব—

পুণ্য বদরিকাশ্রম পুণ্যভূমি মাঝে!
বলিয়া রোমাঞ্চ তনু হইলা বাসব
নিরখি মুনীন্দ্রমুখে শোভা নিরমল!
আরম্ভিলা তারস্বরে চতুর্ব্বেদ-গান,
উচ্চে হরিসংকীর্ত্তন মধুর গম্ভীর,
বাষ্পাকুল শিষ্যবৃন্দ—ধ্যানমগ্ন ঋষি
মুদিলা নয়নদ্বয় বিপুল উল্লাসে।
মুনি-শোকে অকস্মাৎ অচল পবন,
তপনে মৃদুল রশ্মি, স্নিগ্ধ নভস্তল,
সমূহ অরণ্য ভেদি সৌরভ উচ্ছ্বাস,
বন লতা তরুকুল শোকে অবনত।
দেখিতে দেখিতে নেত্র হইল নিশ্চল,
নাসিকা নিশ্বাস-শূন্য, নিস্পন্দ ধমনী,
বাহিরিল ব্রহ্মতেজ ব্রহ্মরন্ধ্র ফুটি
নিরুপম জ্যোতিঃপূর্ণ—ক্ষণে শূন্যে উঠি
মিশাইল শূন্যদেশে! বাজিল গম্ভীর
পাঞ্চজন্য—হরিশঙ্খ; শূন্যদেশ যুড়ি
পুষ্পাসার বরষিল মুনীন্দ্রে আচ্ছাদি!—
দধীচি ত্যজিলা তনু দেবের মঙ্গলে।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাগিণী গৌড়মল্লার—তাল চৌতাল।

গাও তাঁরে গাও সদা, তরুণ ভানু,
যবে অচেতন জগতে দেও প্রাণ।
জন হৃদয় প্রফুল্লকর চন্দ্র তারা,
সবে মিলে মিলে গাও তাঁরে।
সুগভীর গরজনে কাঁপাইয়ে গগন মেদিনী,
মহেশের মহৎ যশঃ ঘোষ বারিদ;
সবে মিলে মিলে গাও তাঁরে।
প্রবল সিন্ধু স্রোতস্বতী, প্রফুল্ল কুসুম বনরাজি
অগ্নি, তুষার কেহই থেকনা নীরব;
যত বিহঙ্গ চিত্র বিচিত্র সবে, আনন্দ রবে,
গাও বিশ্ববিজয়ী ব্রহ্মনাম,
সবে মিলে মিলে গাও তাঁরে।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পূর্ণ।